ক-কারের অহঙ্কার

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকটিত

দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত

১৩৩১

নিষ্ক্রয় এক শিকি ও শিকি শিকি

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৬৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ	৫০০	আশ্বিন ১৩২২
দ্বিতীয় সংস্করণ	১০০০	আষাঢ় ১৩৩১

কৈফিয়ত

'ক-কারের অহঙ্কার', প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্ব-প্রকাশিত 'অনুপ্রাস'-নামক পুস্তকের সহিত একগোত্রের। ইহা তের শত একুশ সালে কার্ত্তিক (বা অক্টোবর) মাসে শুক্রবারে ৺কাশীধামে লেখকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি মাসিক পত্র-পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'অনুপ্রাস'-পুস্তকে ভাষাতত্ত্বের একটি কূটরহস্য প্রকটিত করিয়াছিলাম, শুধু অক্ষর সাজানর কৌশল লইয়া কৌতুকক্রীড়া করি নাই। কিন্তু এই পুস্তিকায় সেরূপ কোন গবেষণাত্মক উদ্দেশ্য নাই। বাঙ্গালা ভাষার ভাষাতত্ত্বের কোন প্রশ্নের আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত নহে বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কথাবার্ত্তায় প্রচলিত বা উচ্চশিক্ষিত পাঠকের সুপরিচিত ইংরেজী শব্দের বুকনি দিতে কুণ্ঠাবোধ করি নাই।

পুস্তিকাখানি পাঠক-পাঠিকার নিষ্কলুষ কৌতুক-উদ্রেক-কল্পেই সংকলিত। সাহিত্যসেবক সহকর্ম্মীদিগের রচনা-সমালোচনাচ্ছলে কুৎসা-কটূক্তি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ দ্বারা রসিকতার চেষ্টা করা অপেক্ষা বোধ হয় এরূপ সাহিত্যকৌতুক সুধীসম্মত। ফলকথা, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রের চটকদার ক্রোটন্ (পাতাবাহার) হইতে পারে, কিন্তু ক্লেশকর ওকড়া,কাঁটা-নটে,কুলের কাঁটা, শিয়াকুল বা আলকুশি নহে। কিমাধকমিতি—

কলিকাতা
দেবীপক্ষ, ১৩২২

পাঠক-পাঠিকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী
লিপিকর

লেখকের বাকী পুস্তকাবলি

অনুপ্রাস (বহুবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর চিত্র-সম্বলিত) ...	॥০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (তৃতীয় সংস্করণ)	॥০
বাণান-সমস্যা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা	৵০
ফোয়ারা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	১।০
পাগলা ঝোরা (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	২৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ)	॥০
কাব্যসুধা (বঙ্কিম-সমালোচনা)	১৲
সখী (বঙ্কিম-সমালোচনা)	॥০
প্রেমের কথা	॥০
মোহিনী (গল্পের বই)	॥০

শিশুপাঠ্য

ছড়া ও গল্প (৫ম সংস্করণ)	॥০
আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ)	॥০
রসকরা	॥০
সাত-নদী (৮ খানি তিন রঙের ছবি আছে) ...	॥৵০

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জর-কেশরী
কালিন্দীজলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী ॥"

ক-কারের অহঙ্কার

(বক্তা খোদ-কর্ত্তা)

(লিপিকর—শ্রীললিতকুমার)

ধর্ম্মকর্ম্ম

'**ক**'এ কৃষ্ণ কেশব কংসারি মুকুন্দ মধুকৈটভারি শঙ্খচক্রধারী ত্রিবিক্রম হৃষীকেশ কমলাপতি কেশিমথন কালীয়দমন কৃপাসিন্ধু পুণ্ডরীকাক্ষ করুণানিধান পাঠক-পাঠিকার কল্যাণ করুন। দেবকী যাঁহার জননী, রুক্মিণী যাঁহার ঘরণী, রাধিকা যাঁহার প্রণয়িনী, কুব্জা যাঁহার অঙ্কশায়িনী, কংস যাঁহার মাতুল, সঙ্কর্ষণ যাঁহার অগ্রজ, আর কেন্দুবিল্বের মধুরকোমলকান্ত-পদাবলীকার বিলাসকলাকুতূহলী কবি যাঁহার সাধক, কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট দীক্ষিত কলিকলুষহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁহার 'ন চাপরঃ', কেলেসোণা চিকণকালা কানাইলাল সাক্ষিগোপাল গোপিকাকান্ত যাঁহার আদরের নাম, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের আমাকে নহিলে এক পলকও চলে না, তাই তিনি আমাকে অসঙ্কোচে মাথায় রাখিয়াছেন।

আর কমলিনী রাধিকাও আমাকে পদান্তে স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণ রাধিকার কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে, কেলিকদম্বমূলে, কালিন্দীকূলে, বঙ্কিমঠামে, আমাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালাচাঁদের কোলে রাইকিশোরী আমারই যোটকতায় ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকলঙ্কিনীর কলঙ্কভঞ্জন আমারই কীর্ত্তিপতাকা; গোপিকাকুলকল্পিত নবনারী কুঞ্জরও আমার বিনা-অঙ্কুরে হয় নাই। গোকুলে আমি, দ্বারকায় আমি, আবার গোলোকে বৈকুণ্ঠে আমি, ক্ষীরোদশয়নে লক্ষ্মীর অঙ্কেও আমি। সাধে কি 'ক-অক্ষর দেখিয়া কান্দয়ে প্রহ্লাদ'?

পক্ষান্তরে, ভক্ত শাক্ত—কালী করালা কালরাত্রি চণ্ডিকা মুক্তকেশী (এলোকেশী) কপালিনী কালভয়-নিবারিণী কৈবল্যদায়িনী কলিকলুষনাশিনী কুলকুণ্ডলিনীর 'করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা' ইত্যাদিক ককারাদিস্তবে আমারই কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করেন। 'কালী কল্পতরু' ও 'কালী কুলাও' বুলি আমারই ঝুলিঝাড়া আবার অম্বিকা, ক্ষমা, কাত্যায়নী, কমলে-কামিনী বা কমলা, করুণাময়ী প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর নাম আমারই কৃপায়। ইহা ছাড়া কৃষ্ণকালীর অভেদকরণে আমার কৃতিত্ব কম নহে।

আবার শৈব—শঙ্কর কামারি কেদার কৃত্তিবাসাঃ কাশীশ্বর তারকেশ্বর নকুলেশ্বর শূলটঙ্কেশ্বর প্রভৃতি নামকীর্ত্তনে ও 'রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং পঞ্চবক্ত্রং' ধ্যানে আমারই পবিত্র প্রভাব অনুভব করেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে আমি, ব্যোমকেশের কেশে আমি, বিরূপাক্ষের অক্ষিতে আমি, কপালের শশাঙ্কে আমি, কিরীটী কপর্দ্দীর আদিতে আমি, বটুকনাথ মহাকালের মধ্যে আমি,

ত্র্যম্বক-ত্রিপুরান্তকের অন্তে আমি। আবার পিনাকে আমি, ত্রিপুণ্ড্রকে আমি, রুদ্রাক্ষে স্ফটিকে আমি। কৈলাসবাসী নন্দিকেশ্বর হইতে কাশীকোতোয়াল কালভৈরব পর্য্যন্ত আমার করায়ত্ত।

অলকাপতি কুবের, কুমার কার্ত্তিকেয়, কন্দর্প বা কামদেব, কৃতান্ত অন্তক বা কাল, অশ্বিনীকুমার, কেহই আমাকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। আমার মান রাখিবার জন্য ব্রহ্মা কমলযোনি ও চতুর্বক্ত্র, বিষ্ণু গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসী বা ক্ষীরোদশায়ী, মহাদেব কৈলাসবাসী বা কাশীবাসী, অগ্নি পাবক, ইন্দ্র শক্র ও শতক্রতু, গণপতি বিনায়ক ও একদন্ত, সূর্য্য অর্ক ভাস্কর দিবাকর প্রভাকর কাশ্যপেয়, চন্দ্র সুধাকর নিশাকর কুমুদবান্ধব ক্ষীরোদার্ণবসম্ভব। শুক্র আমার বশীভূত, কেতু আমার বিজয়কেতু, বাকী গ্রহগণকেও কুজ, কোণ, সৈংহিকেয় প্রভৃতি বিকট আখ্যায় আমার অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। দেবগণের শক্তিগ্রহণে আমারই ক্ষমতা প্রকাশিত। আবার দেবীগণের মধ্যে ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী বা কেশবকান্তা কমলা আমার প্রতি সুপ্রসন্না; আমার সন্তোষের জন্য শীতলা কলসধারিণী, গঙ্গা মকরবাহিনী, বাণী কমলদলবাসিনী ও বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা। আমার করুণা-আকর্ষণকল্পে ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণ সাজিয়াছেন। মনসাদেবী নিজনামে আমার অধিকারে আসেন নাই বটে, কিন্তু 'আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা, জরৎকারুমুনেঃ পত্নী' ইতি পরিচয় ত্রিতয়ে চরণে চরণে আমার চরণে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মা-সরস্বতীর নাম ক-অক্ষর-বর্জ্জিত বলিয়া 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ' ইতি মন্ত্রে ও বাসক ফুলে তাঁহার পূজাবিধি এবং 'তরুণ-শকলমিন্দো

বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার ধ্যান কল্পিত হইয়াছে; 'মহাকবি কালিদাস 'কজ্জলপূরিতলোচনভারে' বলিয়া দেবীর বন্দনা করিয়া আদ্যক্ষরেই আমার কাছে মাথা নোওাইয়াছেন।

আমি রামনামে নাই, তাই শ্রীরামচন্দ্রকে 'কাকুৎস্থং করুণাময়ং' প্রভৃতি নামগ্রহণে এবং দণ্ডকারণ্যে ও চিত্রকূটে ধাম-গ্রহণে তথা বল্কলধারণে এবং কৌশিকের নিকট ইষিকাস্ত্র জৃম্ভকাস্ত্র-লাভে, ক্রতু-বিঘ্নহরণের জন্য তাড়কাবধে ও পরে ত্রৈম্বক-ধনুর্ভঙ্গের কারণে জনকালয়গমনে আমার অধীনতা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে—নতুবা কৌশল্যাকুমার জানকীকান্ত কুশীলব-জনক ইক্ষ্বাকুকুলতিলকের রক্ষা আছে কি? নারায়ণ আমার প্রভাব অতিক্রম করিতে অশক্ত হইয়া, কৃতযুগে কূর্ম্ম ও শূকররূপ ধারণ করেন ও নর-কেশরিবেশে কয়াধু-কান্ত হিরণ্যকশিপু-বধ করেন; তাহার পর ত্রেতায় তিনি কশ্যপপুত্র ত্রিবিক্রম হয়েন, এবং ক্ষত্রিয়ান্তক অবতারে নিজ জননী রেণুকার লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষত্রিয়বীর অবতারে বিমাতা কেকয়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেই কলঙ্কক্ষালন করেন। দ্বাপরের কৃষ্ণকথা ভূমিকায়ই কহিয়াছি। কলিকালে কল্কী অবতারে আমি বিশেষ করিয়া প্রকট।

ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যক্ষর বলিয়াই যে আমার অহঙ্কার, তাহা নহে। উত্তর-গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন 'সুখমাত্রস্বরূপ ককারই অদ্বিতীয় চিদানন্দ ব্রহ্ম।' আবার একাক্ষরকোষে আমার মহিমা বিস্তারিত করিয়া বিবৃত। ফল-কথা, সংস্কৃতভাষায় আমি অনেক দেবতার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পক্ষান্তরে 'ক' জলের নামান্তর—আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়

'অপ এব সসর্জ্জাদৌ।' অতএব, এক কালে আমিই সর্ব্বব্যাপী ছিলাম, এ হিসাবে দেখিলেও আমি বড় কেউকেটা নহি।

এখনও আমি শুধু ত্রৈলোক্যে কেন, ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি সপ্তলোকে লক্ষিত হই। স্বর্গে মন্দাকিনী আমারই কথা কুলকুলরবে গায়িতেছেন, মর্ত্তে অলকনন্দা সেই ধারাই বজায় রাখিয়াছেন, পাতালে বাসুকি আমাকেই লেজে খেলাইতেছেন। পুরাণোক্ত যক্ষরক্ষঃ কিন্নর গুহ্যকে আমি, অলকায় আমি, পুষ্পকরথে আমি, সন্তানক-কুসুমে আমি, কল্পবৃক্ষে আমি, কপিলা বা কামধেনুতে আমি। চক্রধারীর সুদর্শনচক্রে আমি, কৌমোদকী গদায় আমি, কৌস্তভশ্রমন্তকে আমি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশে আমি, শক্তির 'নরকর কটিবেড়া'য় ও করধৃত খেটকে আমি। বৈষ্ণবের কুঞ্জেও আমি, শাক্তশৈবের কূপকুণ্ডেও আমি। কালীঘাট কামাখ্যায় আমি, কুলিয়া কেন্দুলীতে আমি। ক্ষীরোদসাগরে আমি, কৈলাসভূধরে আমি, বৈকুণ্ঠগোলোকে আমি, কোণার্ক বা কণারকে আমি, আবার কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটীরেও আমি। কুম্ভীপাক নরকে আমিই কিলকিল করিতেছি।

কালীঘাট, তারকেশ্বর, কিরীট, ক্ষীরগ্রাম, বক্রেশ্বর, তমলুক, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা দ্বারকা, নাসিক, ওঁকারেশ্বর, পাণ্ডুকেশ্বর; পুষ্কর, ব্রহ্মকুণ্ড, কনখল, কুশাবর্ত্তঘাট, বিল্বকেশ্বর, নীলকেশ্বর, কেদারখণ্ড, ক্ষীরভবানী, অমরকণ্টক, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, এ সকলই আমার স্পর্শে ধর্ম্মক্ষেত্র। কন্যা-কুমারীতে আমি, কুমায়ুনে বদরিকাশ্রমে আমি, কালী-কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালায়ও আমি।

আনন্দকানন অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে আমি সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত। চক্রতীর্থে মণিকর্ণিকায়, বিশালাক্ষী-আশাকালীতে, সঙ্কটায় সঙ্কটমোচনে, কেদারনাথ-বটুকনাথে, কালভৈরবে আদি-কেশবে, কামাখ্যায়, মেনকায়, মুক্তি-মণ্ডপে, শিবের কাছারীতে, সাক্ষিবিনায়ক-খড়্গবিনায়কে, অক্ষয়বটে অন্নকূটে, দুর্গাকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড অগস্ত্যকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি কুণ্ডে, ভাস্করানন্দ স্বামীর ভাস্কর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে, শঙ্করাচার্য্যের মঠে, রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে, কুচবিহারের কালীবাড়ীতে, (কুকুর গলি, কালিয়া গলি, কচুরি গলি, কারমাইকেল্ লাইব্রেরী, শিক্‌রোল বা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ বা বাকী থাকে কেন ?) সর্ব্বত্র আমাকে লক্ষ্য করিবে। তাই শঙ্করবাক্য— 'কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা। সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা।' সুতরাং 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।' যথাকালে কর্ণে তারক-ব্রহ্ম নামকীর্ত্তনে কাশী-প্রাপ্তিতে আমার কর্ত্তব্যের সমাপ্তি।

সাকারে আমি, নিরাকারেও আমি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি বেদবাক্যে আমি, নির্ব্বিকল্প নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মে আমি, আবার প্রতীকোপাসনায়, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"য়ও আমি; ইহলোক ইহকালে আমি, পরলোক পরকালেও আমি; কর্ম্মমার্গেও আমি, ভক্তিমার্গেও আমি; বিবেক-বিরক্তি-অনুরক্তিতে আমি, আবার কৈবল্য-সালোক্য-মোক্ষ-মুক্তিতেও আমি; "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ" ইত্যাদি

জ্ঞানাত্মক আপ্তবাক্যে আমি; আবার "সৎসঙ্গে কাশীবাস, কা[illegible]
[illegible]ক আমার কাশী, মন চাঙ্গা তো কাটুয়া গঙ্গা, ডাক ডুব মুটো আর
সব ঝুটো" ইত্যাদি চলিত কথায়ও আমি। যুগে যুগে সাধক ভক্ত
উপদেশ দিতেছেন,—কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর.
নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ কর, কিন্তু ইহাতে প্রাকৃতলোকে অক্ষম, সে[illegible]
আমার কূটনীতি; কেননা, ষড়্‌রিপুর মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ স্থান.
পক্ষান্তরে চতুর্ব্বর্গফলের সঙ্গে আমার আধাআধি-মাত্র অধিকার।

বৈদিক ঋকে আমি, আরণ্যকে আমি, কেনকঠমুণ্ডকমাণ্ডুক্যে
আমি, কৌথুমী শাখায় আমি, যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে আমি.
পুরুষসূক্তে আমি, দেবীসূক্তে আমি, যাস্কের নিরুক্তে আমি, যাজ্ঞবল্ক্য
সংহিতায় আমি, মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে আমি, কূর্ম্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ
কালিকাপুরাণ কল্কিপুরাণে আমি, মিতাক্ষরায় আমি, কুল্লুকভট্টটীকায়
আমি। আবার শিশিরকুমারের কালাচাঁদগীতায় আমি। দক্ষক্রতু-
কর্দ্দম-ঋচীককৌশিক-শুকসনকশতানীক-সনৎকুমারে আমি, শঙ্কর-
কুমারিল-নীলকণ্ঠে আমি, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশে আমি, কীর্ত্তনগানের
পদকর্ত্তাতেও আমি। আমারই কর্ত্তৃত্বে হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ নর
নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, শুক্রাচার্য্য আদর্শগুরু, উতঙ্ক আদর্শশিষ্য।

সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক কর্ম্মকাণ্ডে, ক্রিয়াকাণ্ডে, ক্রিয়াকল্পে
কাম্যকর্ম্মে, নৈমিত্তিককর্ম্মে, দশকর্ম্মে, আমি। পঞ্চকন্যায়, ষোড়শ-
মাতৃকায়, নবপত্রিকায় আমি। সাধকে উপাসকে, পূজকে
তন্ত্রধারকে, চণ্ডীপাঠকে, ঋত্বিকে, মালা-করে, বেশকারীতে.
আহ্নিকে, অভিষেকে, আরাত্রিকে, মানসিকে, কায়মনোবাক্যে.

পূজাপ্রকরণে, অকালবোধনে, কৃচ্ছ্রসাধনে, সঙ্কল্পে, করন্যাসে, কীলক-কবচে, কোশাকুশীতে, কুশাসনে, কমণ্ডলুতে, তাম্রকুণ্ডে, মধুপর্কে, পাদোদকে, কুমারীপূজায়, বৃক্ষ-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায়, প্রদক্ষিণে, যৎকিঞ্চিৎকাঞ্চনমূল্য দক্ষিণায় আমি। অক্ষয়-তৃতীয়ায়, অশোকষষ্ঠীতে, স্কন্দষষ্ঠীতে, মাকরী সপ্তমীতে, কুক্কুটী সপ্তমীতে, পিপীতকী দ্বাদশীতে, চম্পকচতুর্দ্দশীতে, বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীতে, আলোক-অমাবস্যায়, কোজাগরী পূর্ণিমায়, মকরসংক্রান্তিতে আমিই লোকের চোখে পড়ি। কুলকুলতীব্রত, গোকলব্রত, কার্ত্তিকে কাত্যায়নীব্রত আমারই প্রসাদাৎ। কালীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ক্ষেত্রপাল এবং ঘণ্টাকর্ণপূজায়ও আমি জাগ্রৎ।

আমিই স্বপাকে বা একপাকে ভক্ষণ করাই, আমিই আরাত্রিক-কালে কাঁসর বাজাই, আমিই ঠাকুরের বৈকালী সাজাই, আমিই ঠাককণের কাঠামো বাঁধাইয়া একমেটে করাই ও কালক্রমে ডাকের সাজ চড়াই, কলাবৌএর কৃশকলেবরে কস্তাপেড়ে কোরাশাড়ী জড়াই, আমিই চড়কে কাঠফাটা রৌদ্রে পাক ঘুরাই। শ্রীক্ষেত্রে ঝাঁকিদর্শন, কাশীতে পঞ্চক্রোশী ও 'মাঘে প্রয়াগে' কল্পবাস আমারই কল্পিত। একাদশী আমার একার প্রভাবে পুণ্যতিথি (আমি যে একাই এক-শ), করতোয়া আমারই স্পর্শে পুণ্যতোয়া, কুম্ভমেলা আমারই গুণে পুণ্যমেলা, 'মধুপর্কে পশোর্বধঃ' আমারই জন্য কলিতে নিষিদ্ধ, 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা' আমারই বিধিতে প্রসিদ্ধ, লোকাচার আমারই বিধানে শাস্ত্রশ্লোক অপেক্ষা অধিক বলবান্, প্রাক্তন কর্ম্মফল কপালে লেখা আমারই গুণে সর্ব্বপ্রধান, সংক্রান্তিতে

আমারই কল্যাণে অশুভের শান্তি। আমারই কৌশলে প্রণবের নাম ওঙ্কার, আতপতণ্ডুলের নাম অক্ষত, শ্যামাঠাকরুণের চুলের নাম কেশ, দেবদেবীর ডাকনাম ঠাকুর-ঠাকরুণ, অনূঢ়ার নাম কন্যা ও কুমারী। তান্ত্রিক কৌল-কাপালিক আমারই দোহাই দিয়া 'অদেয়অপেয় অগ্রাহ্য' মদ্যকে 'কারণ' বলিয়া শোধন করিয়া লয়েন।

জাতকের জাতকর্ম্ম সূতিকাষষ্ঠী ও নিষ্ক্রমণে তথা নামকরণে আমি, বটুক বা মানবকের দীক্ষা-চূড়াকরণ-কর্ণবেধ-সংস্কারে আমি, কুশণ্ডিকায়, কনকাঞ্জলিতে, সাতপাকে, পাকস্পর্শে, সাধভক্ষণে, কাঁচাসাধে, আটকৌড়ে আটকলাইয়েতে আমি, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' 'হাতে দিলাম মাকু' এই তুক্‌তাকে আমি, 'উড়কী ধানের মুড়কি দিব শাশুড়ী ভুলাতে' এই স্তোকবাক্যে আমি, 'কলগাড়ীতে চেপে যাব,' 'মিছে কেঁদে মর,' 'কা'র ঘর কর,' এই ছড়াকাটাও আমি। কালাকাল-বিচারে আমি, কালবেলা-কুলিকবেলায় আমি, কালাশৌচে আমি, ক্ষৌরকর্ম্মে বা কামানয় আমি, তিলকাঞ্চনে সপিণ্ডকরণে আমি, কুশপুত্তলে ত্রিপক্ষ-শ্রাদ্ধে আমি, রক্ষাকালীর কাছে হাড়ি-কাষ্ঠ কাল পাঁঠা কাটায় বা আক কুমড়া কাঁচকলা বলিদানে আমি, কসাইকালীর কাছে লুকাইয়া বকরীকাটায়ও আমি। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব বাবাজীর কৌপীন-কম্বলে কন্থা-করোয়ায় আমি, তিলক কণ্ঠী 'টিকি চৈতনচুটকি' 'কুঁড়োজালি' রসকলিতেও আমি। আমারই চক্রান্তে কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, আর ভেক না নিলে ভিক মেলে না।

আমি সকল ধর্ম্মেই নির্ব্বিকার। দেখ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে আমি (কাঁকুড়গাছি-দক্ষিণেশ্বর উভয়ত্র), বিজয়কৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রে আমি,

কাঙ্গাল-ফিকীরচাঁদে আমি, গোরক্ষনাথে আমি, আবার নানক-কবীর-তুকারামে আমি। জৈনের তীর্থঙ্করে, বৌদ্ধের শাক্যসিংহে, কপিলবাস্তুতে, কুশীনগরে, অবলোকিতেশ্বরে, কুরুকুল্লায়, মহাভিনিষ্ক্রমণে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে, জাতক-ত্রিপিটকে ভিক্ষুপরিব্রাজকে আমি, আবার কুথুমীলাল অলকট্ ব্ল্যাভাট্‌স্কীতে (psychic force সাইকিক্ ফোর্সে‌ও আমি! কেরেস্তানের (বিশেষ করিয়া ক্যাথলিক্ ও কোয়েকারের) ক্রুশকাষ্ঠে আমি, কোমতের প্রত্যক্ষবাদেও আমি। (পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণমোহন কালীচরণ আমার চরণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।) ইস্‌লামের কোরানে আমি, মক্কায় কাবায় আমি, আল্লা হো আকবরে আমি, কারবালা কোরবানী বকরীদে আমি, ফকীর কাজী কলমায় আমি, নিকা তালাক-ওয়াকৃফ্-কবরে আমি, আবার কাফেরেও আমি। ফকীরের স্ফটিকের মালা কীশতা (করঙ্ক) ও বাঁকা জড়ীলাঠীতে আমি, ওদিকে নাস্তিক-চার্ব্বাকে ভাক্তে কালাপাহাড়েও আমি। অধিক কথায় কায কি, কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজাও আমাকে না ভজিয়া পরিত্রাণ পান না। বকধার্ম্মিকের দুইটি পদেই আমি ভর করিয়া আছি। অতএব আমি বিকথনা করিতে পারি কি না?

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শুধু ধর্ম্মের কাহিনীতে কেন, সকল ক্ষেত্রেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। সে সকল কথা ক্রমে কহিব।*

* এই কিস্তি 'আর্য্যাবর্ত্তে' (অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রকাশিত

দর্শন ও স্মৃতি

দর্শনে আমার দর্শন পাও না বলিয়া আমার প্রতি আক্রোশ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা কণাদ-কপিল আমাকে শীর্ষে স্থান দিয়াছেন, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ন্যায়সূত্রকার গোতম অক্ষপাদ আখ্যা ও বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার নিকটে করামলকবৎ প্রতীয়মান। চার্ব্বাকের আমিই বাক ফুটাইয়াছি। তিনিও লোকায়তদর্শনে সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শারীরকসূত্রে ও বৈশেষিকদর্শনে আমি আছি; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় আমি 'আদাবন্তে চ' রহিয়াছি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও কুসুমাঞ্জলি আমার কৃতিত্বের নিদর্শন। স্মৃতিচন্দ্রিকায়, কালসারে, চন্দ্রালোকে আমারই আলোক প্রকাশিত। ইংরেজীওয়ালারা কোমৎ কোঁৎ কমটে কমটি প্রভৃতি যত রকমেই তাঁহাদিগের ফরাসী গুরুর নাম বিকৃত করুন, আমাকে এড়াইতে পারিবেন না। সক্রেটিস্, ক্যাণ্ট্, ফিক্টে, কুজিন্, ডেকার্ট্, বেকন্, লক্, বার্ক্লে, ম্যাকশ্, নিৎকে প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকও আমার অধিকারভুক্ত।

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকে, অবিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, অপরোক্ষানুভূতিতে ক্ষণিকবাদে, অধিকরণে,

অহঙ্কারে, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায়, ন্যায়ের কচ্‌কচিতে, কালী-শঙ্করীতে, অবচ্ছেদকে, পূর্ব্বপক্ষে, উত্তরসাধকে, কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে, সূচি-কটাহ-ন্যায়ে, গতানুগতিক-ন্যায়ে, কাকতালীয়-ন্যায়ে, কৈমুতিক-ন্যায়ে আমি, আবার কুম্ভক রেচক পূরক প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়ায়ও আমি। পক্ষধরমিশ্রে আমার বিলক্ষণ পক্ষপাত, আবার নবদ্বীপের ন্যায়দীপ রঘুনাথ আমারই কটাক্ষে কাণাভট্টে পরিণত। জরন্মীমাংসকে আমি, আবার শঙ্কর তর্কবাগীশ, কালিদাস বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, প্রভৃতি নৈয়ায়িক বৈদান্তিকেও আমি। এতদ্ভিন্ন বহু ব্যুৎপন্ন-কেশরী তর্কবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কচুঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কতীর্থ, স্মৃতিকণ্ঠ, আমার পায়ে গড়াগড়ি যান।

ভাষা ও সাহিত্য (সংস্কৃত)

শিক্ষাকল্পব্যাকরণে আমি মূর্ত্তিমান্। আমারই মাহাত্ম্যে অভিধানের নাম হইয়াছে কোষ। কলাপকাতন্ত্রে, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে কাশিকায়, সংক্ষিপ্তসারে, কবিকল্পদ্রুমে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়, সংস্কৃতভাষায়, প্রাকৃতভাষায়, প্রাকৃতপ্রকাশে, এমন কি, ব্যাকরণ-কৌমুদী ও উপক্রমণিকায়, কোথায় আমি নাই? আমিই সূত্রের সহিত বার্ত্তিক যোগ করিয়া দিয়াছি, কাত্যায়ন-কৈয়ট-ক্রমদীশ্বরের

মাথায় চড়িয়াছি, ভট্টোজি-দীক্ষিতকে দীক্ষিত করিয়াছি, পারসীক রোমক গ্রীক্ প্রভৃতি ক্লাসিকাল্ ভাষা গড়িয়াছি। অক্ষরে, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরে আমিই জড়াইয়া আছি; কণ্ঠাবর্ণের উচ্চারণকালে কণ্ঠ ও অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণকালে নাসিকা আমিই চাপিয়া আছি।

কর্তৃকর্ম্মক্রিয়াত্মক বাক্যে, প্রাতিপদিকে, প্রকৃতিতে, বিভক্তিতে, কৃৎ ও কৃত্য প্রত্যয়ে, কর্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্য কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে আমি (কেবল ভাববাচ্যে আমার অভাব)। কোন পুরুষে আমি নাই, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে আছি। কারকে আমি, একবচনেও আমি আছি। ক্র্যাদিগণে আমি, ক্রিয়ার কালবোধক বিভক্তিতে আমি। কর্ম্ম-ধারয়ে, একশেষদ্বন্দ্বে, অলুক্ সমাসে, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসে, আমি। বিকল্পবিধানে আমি। আমারই সুখরক্ষার জন্য 'তি', 'ত', 'তবৎ', 'ক্তি', 'ক্ত', 'ক্তবতু' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে; 'গুণ-বৃদ্ধ্যোরভাজনং' ক্বিপ্‌প্রত্যয় ও 'ইগুপধাজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' আমারই জয়জয়কার। স্বার্থে কন্, সমাসান্ত ক, এবং ণ্বুক ও ণক প্রত্যয়—এই চারিটী অস্ত্রে সকল শব্দকে কৃত্রিম উপায়ে স্বকীয় অধিকারে আনিবার জন্য ক্রূরকর্ম্মা আমিই কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কখন লক্ষ্য করিয়াছ কি?

শুধু নীরস দর্শন-ব্যাকরণে কেন, সরস কাব্যেও আমি প্রকাশ-মান। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' ইতি লক্ষণেই আমি বার বার তিনবার একথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অলঙ্কারেও আমার ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। অলঙ্কারকৌস্তুভ কাব্যপ্রকাশ-কাব্যাদর্শ কুবলয়ানন্দ কণ্ঠাভরণ

ধ্বন্যালোক চন্দ্রালোকে তাহা দেখিতে পাইতেছ না কি? কাকু আমারই স্বরবিকার, লক্ষণা আমারই কল্পনা, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য আমারই অধিকার। অবাচকতা শ্রুতিকটুতা চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি দোষেও আমি ঢাকা পড়ি না। যমক রূপক ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা কাব্যলিঙ্গ পরিকর, সহোক্তি অতিশয়োক্তি স্বভাবোক্তি সমাসোক্তি বিশেষোক্তি, সমস্তই আমার শক্তির বিকাশ। আবার ছন্দঃশাস্ত্র বৃত্তরত্নাকরে আমাকে দেখিতে পাইবে। শ্লোক যুগ্মক বিশেষক কলাপক কুলক সকলই আমার কৌশল। তোটক তূণক দোধকে আমিই পদান্তে আছি, পজ্ঝটিকায় আমিই ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছি, বসন্ততিলকে আমিই তিলক পরাইয়াছি, পথ্যাবক্ত্রের বক্ত্রে আমিই শোভা পাইতেছি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের ক্রোড়ে আমিই ক্রীড়া করিতেছি। আমারই করুণায় মন্দাক্রান্তা শোক'ভারাদলসগমনা'।

শতক, শতশ্লোকী, কোষকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, প্রহেলিকা, নাটক ত্রোটক রূপক প্রকরণ, সব আমারই প্রকারভেদ। ভূমিকা বিষ্কম্ভক প্রবেশক প্রবর্ত্তক কথোদ্ঘাতে আমাকে পাইবে, অঙ্ক গর্ভাঙ্কে আমাকে পাইবে, 'আকাশে' 'জনান্তিকে' 'কর্ণে' 'নেপথ্যে মহান্ কলকলে' আমাকে পাইবে, আবার প্রেক্ষাগারে ও পটক্ষেপণেও আমাকে পাইবে। স্বকর্ম্মজ্ঞ বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, কঞ্চুকী, পরিব্রাজিকা, ভর্ত্তৃদারিকা, শকার, নায়ক নায়িকা, স্বকীয়া পরকীয়া, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিতা, 'কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা'— কেহই আমাছাড়া নহেন। সাত্ত্বিক বিকার কম্প-পুলকে, কৌমুদী-

উৎসবে, কামজ দশকগণে, স্তোকবাক্যে, কৃতককোপে, কৃতক-কলহে, আমি লাগিয়াই আছি।

ভক্ষ্যসম্পৃক্ত ষড়্রসের মধ্যে মুখপ্রিয় মিষ্ট বা মধুরে না থাকিয়া ক্ষার (লবণ) ও কটুতিক্তকষায়ে থাকি, তাই সেই কসুর কাটাইবার জন্য আমি কাব্যসম্পৃক্ত নবরসের মধ্যে করুণরসে থাকিয়া তাহাকে মধুর করিয়াছি। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"—ইংরেজ কবির এই বাক্য ইহার পোষক। পক্ষান্তরে আমি ভয়ানকরসে থাকিয়া তাহাকেও চমৎকারিত্ব দিয়াছি। আদিরসেও তলাইয়া দেখিলে আমি ভিতরে ভিতরে আছি, যেহেতু কাম (বা নিষ্কাম প্রেম-'নিকায়ত হেম') ইহার মূলে রহিয়াছে।

বাল্মীকি বা রত্নাকর আদিকবি আমারই মহিমায়। তাই ক্রৌঞ্চবধদর্শনে কবির বক্ত্র হইতে প্রথম শ্লোকের অভিব্যক্তি, "শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।" বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস নিজ নামের আগুক্ষরে আমার মান রাখিয়াছেন, আর আমিও তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছি। কথায় বলে, যাকে রাখ সেই রাখে। আমারই যোটকতায় নীলকণ্ঠসম্ভব জাতূকর্ণীপুত্র শ্রীকণ্ঠ কবি করুণরসে কৃতী। ধাবক আমারই কল্যাণে কাব্যবিক্রয়ে কাঞ্চনলাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রক মৃচ্ছকটিককার আমারই কৌশলে। বিল্বমঙ্গল আমারই কৃতিত্বে লীলাশুক। কাঞ্চনপল্লীর কবিকর্ণপূর আমার কৃপায় ভরপূর। কৃষ্ণকর্ণামৃত, চমৎকারচন্দ্রিকা, চৈতন্য-চন্দ্রিকা আমারই কর্তৃত্বে বৈষ্ণবের কর্ণে অমৃতক্ষরণ করে।

রামায়ণের কাণ্ডই তো আমাকে লইয়া—লঙ্কাকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে আমার কিচ্‌কিচি শুনিতে পাও না কি ? ত্রিশঙ্কু, ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, জনক, কুশধ্বজ, কেকয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নৃপগণে, তাড়কা নিকষা কালনেমি কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসরাক্ষসীতে, কপিকটকে, গুহকে, দণ্ডকারণ্যে, চিত্রকূটে, কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কায়, অশোকবনে, কোথায় আমি নাই ? বিশেষতঃ কুব্জার কুমন্ত্রণায়, কেকয়ীর ক্রূরতায়, কৌশল্যার ক্রন্দনে, কৈকেয়ী-তনয়ের রাম-পাদুকাপূজনে, জানকীর অশোকবনে বাসক্লেশে ও অলীককলঙ্ক-কথায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে, বিশল্যকরণীতে, কুশীলবের রামকথা-কীর্ত্তনে, আমার কৃতিত্ব। আমারই জন্য লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রের আদর্শ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শৌর্যবীর্য্যের আধার, কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ মৃত্যুর কারণ।

মহাভারত-কার কৃষ্ণদ্বৈপায়নে আমি, টীকাকার নীলকণ্ঠেও আমি। কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথে, অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। কর্ণপর্ব্বে, সৌপ্তিকপর্ব্বে, আশ্রমবাসিকপর্ব্বে, ব্যাসকূটে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার কথায়, তক্ষক-পরীক্ষিতকথায়, কৌরবের ক্রূরতায়, শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায়, বৃকোদর-কর্ত্তৃক রক্তপানে, শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রধারণে, কর্ণের কবচকুণ্ডলদানে ও অতিথিসংকারার্থ বৃষকেতু-বধে আমি ('করাতে কাটিবে পুত্রে না হ'বে কাতর')। কুন্তী, কর্ণ, কৃষ্ণ, দন্তবক্র, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, শকুনি, নকুল, কীচক, বকরাক্ষস, ঘটোৎকচ সকলেই আমার অধিকারভুক্ত। আবার আমার সন্তোষের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির কঙ্ক,

ভীমসেন বৃকোদর, অর্জ্জুন কিরীটী ও গুড়াকেশ, দুর্য্যোধনাদি কৌরব।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, আমারই প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমার অভাবেই রঘুবংশ 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্' বলিয়া ধিক্কৃত। আমি মেঘদূতে নামে-মাত্র নাই, কিন্তু কবি 'কশ্চিৎকান্তা' বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়া আমার মর্য্যাদারক্ষা করিয়াছেন; 'যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' ইত্যাদিও আমারই চক্রান্তে; পরন্তু অলকা হইতে কুবেরকর্ত্তৃক বহিষ্কৃত কুবেরকিঙ্কর যক্ষের 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং' 'পুষ্করাবর্ত্তকানাং' কুলোদ্ভব বলাহককে প্রিয়ান্তিকে 'কান্তোদন্তে'র বাহক-কল্পনায় আমি বহুস্থলে ঝঙ্কৃত—'কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু' প্রভৃতি বাক্যই তাহার সাক্ষ্য। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ' কালিদাস-সম্পর্কে এই কিংবদন্তীতেও আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত। 'একোঽভূৎ নলিনাৎ' প্রভৃতি কর্ণাটরাজপ্রিয়ার কাণ্ডেও আমি প্রকট।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যের অনুকরণ পদাঙ্কদূতে আমার পদাঙ্ক দেখিতে পাও না কি? আমি কিরাতার্জ্জুনীয়ে আছি; শিশুপালবধে না থাকিলেও কোলাচল-মল্লিনাথ-সূরির সর্ব্বঙ্কষা টীকায় আছি। নাটকের মধ্যে আমি বিশেষভাবে মহানাটক মৃচ্ছকটিক চণ্ডকৌশিক মুদ্রারাক্ষস অবিমারক প্রিয়দর্শিকার শেষরক্ষা করিয়াছি। ইহা ছাড়া কামন্দকী কপালকুণ্ডলা মকরন্দ মদয়ন্তিকা অবন্তিকা মালবিকা বকুলাবলিকা নিপুণিকা কুরঙ্গী আরণ্যকা ইন্দীবরিকা কাঞ্চন-

মালা, বসন্তক দর্শক চাণক্য রাক্ষস শকটদাস প্রভৃতির ভূমিকায় বহু নাটকীয় পাত্রপাত্রী আমার বশ্যতা স্বীকার করেন।

গদ্যকাব্যে কাদম্বরী আমার প্রধান কীর্ত্তি। শুধু নায়িকা কাদম্বরী কেন, শূদ্রক শুকনাস কপিঞ্জল ইহার সাক্ষী। আর চণ্ডালদারিকা ও তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা তুলিব কি? দশ-কুমারচরিতে, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায়, আমি বিরাজ করিতেছি। কথাসরিৎসাগরে, বৃহৎকথায়, কামন্দকীয় নীতিসারে, কৌটিল্য-সূত্রে, চাণক্যশ্লোকে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। পঞ্চতন্ত্রকে কাকো-লূকীয়ে, কাককূর্ম্মকথায়, মূষিক-কপোতকথায়, করটক-দমনক-কথায়, কল্যাণকটকে, শঙ্কুশরাবে, কঙ্কালকেসর কর্পূরপট কাষ্ঠকূট বীণাকর্ণ প্রভৃতি রকমারি নামে, 'কথমেতৎ' ও 'কস্মিংশ্চিৎ' বলিয়া কথারম্ভে, আমাকে পাইবে।

কোল্‌ব্রুক্‌ বোথ্‌লিঙ্ক্‌ ম্যাক্‌স্‌মূলার্‌ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্‌ কাউয়েল্‌, ভাণ্ডারকার প্রভৃতি দেশী-বিলাতী বিশেষজ্ঞগণও আমার অধীনতা স্বীকার করেন।

কাঁকড়া অক্ষর ও বিভক্তিবাহুল্যের জন্য যদি কটমট 'সংস্কৃত-ভাষা দেখিয়া আতকাইয়া উঠ, তাহা হইলে না হয় কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গালা ভাষার কথাই কহিতেছি।

ভাষা ও সাহিত্য (বাঙ্গালা)

প্রাকৃত-ভাষার বিকার বাঙ্গালা-ভাষার আধুনিক ব্যাকরণকার

পণ্ডিত নকুলেশ্বর আমার অনুগৃহীত। প্রশ্নসূচক বাক্যে কি কেন কোথায় কৈ, অনুজ্ঞায় করুক বলুক হউক যাউক, সম্বন্ধপদে আজকার কালকার যখনকার তখনকার সত্যিকার, বিদ্যাসাগরী ভাষায় করিবেক, যাইবেক, দেখিবেক, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষায় যেতেক্ নারি, শুতেক্ নারি, এ সকলই আমার রকম রকম কারসাজি। কর্ম্মের পিছনে 'কে' লাগিয়া আছে,. সে যে আমিই তাহা বুঝ না কি? 'যতেক,' 'এতেক' 'কতক' 'কয়েক' স্থলে আমিই উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছি। আমারই জোরে 'জলকে যেতে আঁচলে ধরে কালা।'

আবার বাঙ্গালা ভাষাকে 'সাধু' সাজাইতে হইলেও আমার ডাক পড়ে। কৃ ধাতুর যোগে যৌগিকক্রিয়া-নির্ম্মাণে আমি করিৎকর্ম্মা। আমার সহায়তায় রন্ধন করা, ভক্ষণ করা, শয়ন করা, উপবেশন করা, ভিন্ন সাধুভাষার একদণ্ড চলে না। আমারই দাপটে 'সাহিত্যিক' 'ঔপন্যাসিক' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি জীবের উদ্ভব। আর কিছুকাল আসকারা পাইলে 'কাব্যিক' 'গাল্পিক' 'গাল্পিক' 'পাল্পিক' বানাইয়া ছাড়িব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে 'ক' 'খ' জানিলেই গ্রন্থকার হয়—কবি ও পাঁচালীওয়ালারা আবার অনেকে আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কীর্ত্তি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 'ত্র্যাহিক,' দৈনিক, সব রকম কাগজেই আমি। সেকালের প্রভাকর-ভাস্কর-নববিভাকর সমা-

চার-চন্দ্রিকায় আমারই কর শোভা পাইত, একালের নায়ক, দর্শক, প্রবর্ত্তক, বিক্রমপুর, কুশদহ, প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় কাগজে তথা বেকালী আনন্দবাজার পত্রিকা ও আত্ম-শক্তিতে আমি জোনাকীর আলোক বিকীর্ণ করিয়াছি। 'দৈনিকচন্দ্রিকা' ও 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' আমারই কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। 'কায়স্থপত্রিকা'র দুই দিক্ রক্ষা করিবার দরকারে আমি আকার গ্রহণ করিয়াছি। খবরের কাগজের প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে আমি, পত্রপ্রেরকে লেখক-সমালোচকে সম্পাদকে আমি, আর্টিকেলে আমি, 'সডাক' বার্ষিক মূল্যে আমি।

পুস্তক বা কেতাবে আমি, লিপিকরে আমি, সংস্করণ-সঙ্কলনে আমি, প্রকাশকে আমি, কম্পোজিটরে আমি, কাপিতে আমি, মেক্-আপে (make up) আমি, ভূমিকা-অবতরণিকা-গৌরচন্দ্রিকায় আমি, ক্রোড়পত্রে আমি, ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আমি, পূর্ব্বপ্রকাশিতে আমি, করকমলে উপহারে আমি, ক্যাটালগে আমি, সার্কুলেটিং লাইব্রেরীতে আমি, পাঠক-পাঠিকায় আমি। মৌলিকে আমি, অনুকরণে বা অবিকল নকলে আমি, কোটেশান্-কণ্টকিত কলমবাজীতে আমি, ভাবুক কবিতে আমি, কল্পনার কলাকৌশলে আমি, কপোল-কল্পিত কথায় আমি, কষ্টকল্পনায় আমি। মৌখিক বক্তৃতায়, ডাকের কথায়, রূপকথায়, ছড়া কাটায়, কবির লড়াইএ, কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে, ক্যারিকেচার্ ব্লক্-কার্টুনে আমি। রূপকথায় সোনার কাঠী রূপার কাঠীতে আমারই স্পর্শ। এবং কঙ্কাবতী, কেশবতী রাজকন্যা, পক্ষিরাজ ঘোটক, রাক্ষস, কোটালপুত্র, সকলেই আমার সম্পর্ক রাখেন।

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-কাশীদাস, ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাস, কবি কঙ্কণ-কবিরঞ্জন-কবিচন্দ্র-কবিবল্লভ, রায়গুণাকর, সাধক কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, তথা প্রাচীন পদকর্ত্তা, আমার উপাসক। হাকন্দপুরাণে, কালকেতুতে, কর্পূরে, ধূমকেতুতে, কালী দহে কমলেকামিনীদর্শনে, আমাকেই প্রত্যক্ষ কর। আবার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে, অক্রূরসংবাদে, কড়চায়, ভক্তমালে আমার সাক্ষাৎ পাও

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমে আমি রহিয়াছি। আমি মধুসূদনে নাই তাই মাইকেল নামকরণ করাইলাম, প্যারীচাঁদকে দিয়া টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ভাঁড়াইলাম, ইন্দ্রনাথকে 'পাঁচুঠাকুর বানাইলাম, রবীন্দ্রনাথের ক-অক্ষরের অভাবপূরণের জন্য তাঁহাকে ডক্‌টর ও কবিসম্রাট্ উপাধি দেওয়াইলাম। কান্তকবি (রজনীকান্ত সেন) ও রজনীকান্ত গুপ্ত আমারই কল্যাণে লোকপ্রিয়। কালী-প্রসন্ন সিংহ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয় কায়স্থই আমার অনুগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আমায় ডবল ডোজে চড়াইয়াছেন, তাই তাঁহার কলম হইতে 'মিঠে-কড়া' জন্মিয়াছে। অক্ষয় দত্ত,অক্ষয় সরকার (কদমতলার), অক্ষয় মৈত্রেয়, অক্ষয় বড়াল, চারি অক্ষয়েই আমি অক্ষয় হইয়া আছি।

জয়দেবের বাসস্থল কেন্দুবিল্বে আমি, চণ্ডীদাসের সমাধিভূমি কীর্ণাহারে আমি, রায়গুণাকরের কর্ম্মক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে আমি, মধু-সূদনের জন্মভূমি কপোতাক্ষকূলে আমি, বিদ্যাসাগরের অবকাশ-যাপন-স্থান কর্ম্মাটাড়ে আমি, বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগ্রাম কাঁঠালপাড়ায় আমি, বোসজার বিশ্বকোষ-কুটীর কাঁটাপুকুরেও আমি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতক, রাজকৃষ্ণের কাব্যকলাপ, কালীকৃষ্ণের কামিনীকুমার, অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলি, অক্ষয় মৈত্রেয়ের মীর কাশিম, প্রভাতকুমারের সিন্দুরকৌটা, মানকুমারীর কাব্যকুসুমাঞ্জলি, স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্ন-মুকুল' 'কাহাকে'—এই কয়েক স্থলে লেখক ও পুস্তক উভয়ত্রই আমি। যে কোনও মাসিক পত্রিকা খুলিলেই করুণানিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, কিরণধন, কাজী নজরুল ইসলাম এই কবিপঞ্চকের কবিকীর্ত্তি প্রকাশমানা।

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত আমারই গুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস। আমারই অসকৃৎ সংযোগে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্টের মূল অপেক্ষাও সুললিত। বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরও 'কথামালা' লিখিয়া আমার আবদার রক্ষা করিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, পত্র-কৌমুদী, কুপিতকৌশিক, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, কলিনাটক প্রভৃতি সেকেলে পুস্তকেও আমার আটক নাই। কাঠের অক্ষরে কেরি-উইল্‌কিন্‌সের কীর্ত্তিতে আমিই সপ্রকাশ।

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের, লোকরহস্যের, কমলাকান্তের দপ্তরের, কৃষ্ণকান্তের উইলের ও কপালকুণ্ডলার উৎকৃষ্টতার নিদান আমিই। কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি, কুলসম, নবকুমার, রুক্মিণী-কুমার, ভবানী পাঠক, প্রভৃতির চরিত্রমাধুর্য্য আমারই জন্য। সেকাল ও একাল, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলে কামিনী, কবিতাবলী, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, মাধবীকঙ্কণ, অবকাশরঞ্জিনী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, কণ্ঠমালা, কামিনী ও কাঞ্চন, এবং রবীন্দ্র-

নাথের কণিকা, ক্ষণিকা, কড়ি ও কোমল, কথা ও কাহিনী, নৌকাডুবি, ডাকঘর, পলাতকা, বলাকা, লিপিকা, সবই আমার কীর্ত্তিকথা।

আমারই গুণে কাব্যচিন্তা ও কাব্যসুন্দরী উৎকৃষ্ট সমালোচনা-পুস্তক। তর্কালঙ্কারের 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি প্রকৃতিবর্ণনেও আমি, আবার মাইকেলের 'একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে' ইত্যাদি করুণরসেও আমি। আজকালকার কীর্ত্তিমান্ বক্তা ও লেখক পাঁচকড়ি বাবু কয় কড়া কড়ির জন্য আমারই নিকট ঋণী। আর আমার স্বীকারোক্তির লেখক এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' দেখাইয়া সস্তায় কিস্তি পাইয়া বৈয়াকরণ-কেশরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেও আমার ঘটকালীতে—ইতি কিমু বক্তব্যম্ ?*

* হুঁঃ, আমাকে টিটকারী করা! 'ক' এর সকল কথাই তো কাণ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু কুলের কথা প্রকাশ করিয়া কহিন কি ? তবে শ্রবণ করুন। 'ক'এর মতিস্থির নাই, সন্দিকলে কখন 'গ' কখন 'ঙ' হইয়া যান, স্বয়ং বাগদেবী ও সমগ্র বাঙ্ময় তাহার সাক্ষী। বিকৃত উচ্চারণেও 'ক' 'গ' হইয়া পড়েন, কাগে বগে তাহা টের পায়, শাগেও তাহা ঢাকা পড়ে না, আর 'বিগারে'র ক্রিয়ায় তো একেবারে 'বিগড়াইয়া' বসেন। তাহার পর 'ষ'এ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা উচ্চারণে কনিষ্ঠ কিন্তু মহাপ্রাণ 'খ'এর দিকে হেলেন ও তাহার দখলী সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। সাক্ষ্য, লক্ষ্য, লক্ষণ, ভক্ষণ, প্রভৃতির উচ্চারণে এই লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশমান। প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে তো একেবারে 'খ' বনিয়া যান।—ভিখ খুদ খুদে পাখা পাখী আখ, লাখ পরখ

শিক্ষা

যাক্, আর অধিক বিদ্যা না চট্‌কাইয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শিক্ষার কোন দিকেই আমি কোণঠেসা নহি। মূর্খের চূড়ান্ত গালি 'ক'-অক্ষর গোমাংস। ক খ শেখায়, কাকের ছা বকের ছা লেখায়, কোদালে ক বা আঁকুরে ক, কাঁকে কলসী ঝ, ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ে, কএ করাত ইত্যাদি সঙ্কেতে, আমারই শরণ লইতে হয়। কলাপাতায় লেখা, মক্স করা, কলমের কচ কাটা, কসি টানায় আমি; আবার কাগজে লেখা (ক্রীম্‌লেড্ ফুল্‌স্‌ক্যাপ্ হইলে তো কথাই নাই), কপিবুকের অনুকরণে লেখা, কার্ব্বন্ কাগজে নকল বা কাপি করা, কমা কোলন সেমি-

খেত, খানিক, খিদে, মাখা, রুখু, খেতি, যখন তখন ইহার 'সাখী'। যাক্, সে সকল স্থলে তিনি নিজের বর্গ ছাড়েন না, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু অন্তাস্থ ধাতুতে যে 'ক'কার 'চ'কার হইয়া পড়েন। লিটের 'চকার' ইহার প্রমাণ), তখন যে জাতিকুল পর্য্যন্ত থাকে না। আরও দেখুন, প্রাকৃত ভাষায় বিকার ঘটিলে 'ক'ই আগে কাবু হয়েন। (নকুল = নেউল, দেবকুল = দেউল, ব্যাকুল = বাউল, শূকর = শূওর, শূক = শূয়া, গুবাক = গুয়া, কেতকী = কেয়া, বণিক্ = বেণে, আলোক = আলো।) এই তো ক্ষমতা! ওদিকে আবার পরের ঘরের দিকেও লক্ষ্য আছে; অসহায় (= হসন্ত) 'চ' 'জ' বা 'শ' পাইলে জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লয়েন—জলমূক্, বণিক্, দিক্, ইহার সাক্ষ্য দিক। নিজের এত গলদ, অথচ অহঙ্কার—অথবা ভাষাকথায় দেমাক, ঠেকার, ঠসক দেখে কে? আমাকে ঘাঁটাইলেন, তাই কুলের কথা প্রকাশ করিয়া দিলাম।—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কারের টীকা।

কোলন কোটেশান্-মার্ক্ লাগান, পঠ্যমান পুস্তকে বুক্মার্ক্ ঢোকান, বুক্কীপিং, ডকেটিং, সবই আমার কল্যাণে। কেরাণীর কাণে কলম আমার কৃপায়। কালী কলম কাগজ—আমি না হইলে কোনটিই পাও না। প্রাথমিক শিক্ষায়, শিশুশিক্ষায় ও শিশুবোধকে, দাতাকর্ণ গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন ও চাণক্যশ্লোকে আমি। মুসলমানের মুক্তাবে আমি, নোক্তায় আমি। স্কুল কামাই করিলেও আমাকে এড়াইতে পারিবে না। ঠেকে শেখাতেও আমাকে চোখে ঠেকিবে।

শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পাঠক (Reader !), কেহই আমার কাছে নিমকহারামি করেন না। শিক্ষা ও পরীক্ষায় আমি, প্র্যাক্টিক্যালে ও মৌখিকে আমি, ক্ল্যাস্ সেক্শ্যান্ কম্বিনেশ্যানে আমি, কারিকিউলামে কোর্সে আমি, ক্যালেণ্ডারে আমি, কী ক্র্যাম্ ক্রীব্ (Crib) ও 'কোশ্চেনে' আমি, নোট টোকা কণ্ঠস্থ করায় আমি। স্কুল-কলেজে একাডেমিতে আমি, ক্লাব্ কমন্-রূমে আমি, ঋষিকুল-গুরুকুলেও আমি। ভেকেশ্যানেও আমি, কন্ভোকেশ্যানেও আমি। সিণ্ডিকেট্-ফ্যাকল্টীতে আমি, স্কলার্শিপ্ পারিতোষিক পুরস্কার পদক কেয়ূরে আমি। আমিই শেক্স্পীয়ার্ বেকন্ বার্ক্ কুপর্ কোল্রিজ্ স্কট্ কীট্স্ ডিক্ন্স্‌লবক্ মেটার্লিঙ্ক্ কোর্স্ করিয়াছি, কিছুকাল অপেক্ষা করিলে কিপ্লিং কন্র্যাড্ মেরি করেলি কোনান্ ডয়েল্ ভিক্টোরিয়া ক্রস্ এলা উইল্কক্সও কোর্স্ করিব দেখিতে পাইবে। আমিই এন্ট্র্যান্স্‌কে ম্যাট্রিকুলেশান্ বলাইয়াছি, বি এ বি এস্‌সিতে

আমার অভাব-পূরণের জন্য সম্প্রতি বি কমার্স সৃষ্টি করিয়াছি, কিণ্ডারগার্টেন আবিষ্কার করিয়াছি, কৃষিকলেজ কমার্শ্যাল্ কলেজ কারিগরি ও কলাশিক্ষার স্কুল খুলিয়াছি, বাঁকিপুরে খোদাবক্স পুস্তকালয় বসাইয়াছি, কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথের কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে কলেজের নাম বদলাইয়াছি, সেকালে থ্যাকার্ স্পিঙ্ক্ কোম্পানীকে এবং একালে ক্যাম্বে কোম্পানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের কায়েমী প্রকাশক করিয়াছি। এস্ কে লাহিড়ী, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি, ম্যাক্‌মিল্যান্ কোম্পানী ও র‍্যাকি এণ্ড সনকেও আমি নেকনজরে দেখি।

স্কুল-কলেজের মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজে, কটক কলেজ কটন্ কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজে, ঢাকা কলেজ রঙ্গপুর কার্‌মাইকেল্ কলেজ, কুচবিহার ও কুমিল্লা তথা নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে, ক্যাথিড্র্যাল্ মিশন্ কলেজ স্কটিশ্ চার্চ্চেস্ কলেজে, কেশব একাডেমি ও বাঁকপুরের টি কে ঘোষের একাডেমিতে টিকিয়া আছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূক্ত কায়স্থ পাঠশালায় এবং কাশীর কুইন্‌স্ কলেজে ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজেও আমি উঁকিঝুঁকি মারিতেছি। আবার মেডিক্যাল্ কলেজে ক্যাম্বেল্ স্কুলে আর্ জি করের স্কুলেও (এক্ষণে কার্‌মাইকেল্ মেডিক্যাল্ কলেজে) আমি। সেকালে বিক্রমশিলা তক্ষশিলায় আমি ছিলাম, একালে অক্সফোর্ড্ কেম্‌ব্রিজে কেয়স্ কলেজ ক্লেয়ার কলেজে, কর্পস্ ক্রিষ্টিতে, ক্ল্যারেণ্ডন্ প্রেসে, ক্রেভ্‌ন্ ক্ল্যাসিক্যাল্ স্কলার্‌শিপে,

প্রক্টরে, কলেজ্ ক্যাপে আমি আছি। আর কলিকাতায় তো আমি জুযোড় হইয়া বসিয়াছি। বকেয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলার্ ব্রাহ্মণ আশুতোষ স্বয়ং সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি হইয়াও 'ক' অক্ষরের নাগাল না পাইয়া শেষে সমুদ্রাগম-চক্রবর্ত্তী সাজিয়া তবে নিস্কৃতি পান; পক্ষান্তরে কুলীন কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী অক্লেশে উক্ত উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, পরে স্যর নীলরতন সরকারও সেই আসন অধিকার করিয়া আমার মহিমা আরও প্রকট করিয়াছেন। আবার আমারই চক্রান্তে মাননীয় মৌলবী ফজলল হক শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্'!

বিজ্ঞান

কি, কেন, কেমন করিয়া, প্রভৃতি প্রশ্ন-পরম্পরায় কৌতূহলোদ্রেক এবং কার্য্যকারণসম্পর্কের আবিষ্কার যখন বিজ্ঞানের কার্য্য, তখন সে ক্ষেত্রেও আমার জয়জয়কার—কেমন কি না? প্রকৃতি ও শক্তি, উভয়ত্রই আমি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ (capillarity), আকুঞ্চনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, আলোক, কাচের পরকোলা, কিছুই আমাছাড়া নহে। আমিই ভূমিকম্প ঘটাই, কুজ্ঝটিকা উঠাই, মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা দেখাই, কোটালে বান ডাকাই, কম্পাসের কাঁটা চালাই। বকযন্ত্রে, আলোকচিত্রে, কোড্যাক্ ক্যামেরায়, বেকা রেকর্ডে,

বায়োস্কোপে, ক্যালিডোস্কোপে, মার্কোনিগ্র্যাফিতে, এট্‌ল্যান্টিক্‌ কেব্‌লে, হাইড্রলিক্‌ লিফ্‌টে, ইলেক্‌ট্রিক্‌ ও কার্ব্বাইডের আলোকে, আমারই রকম রকম প্রচার। টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় আমার আওয়াজ পাও না কি ?

কেল্‌ভিন্‌ হাক্‌স্‌লী ক্রুক্‌স্‌ রস্কো প্যাস্কাল্‌ কেপ্‌লার্‌ ডেকার্ট্‌ সকলেই আমার অধীন। কিমিয়া-শাস্ত্র আমারই অধিকৃত। ক্ষার, আরক, দ্রাবক, গন্ধক, ফটকিরি প্রভৃতি বাঙ্গালা নামই ধর, আর এল্‌কেলি, এল্‌কহল্‌, মার্কারি, কার্ব্বন্‌, ক্লোরিন্‌, অক্সিজেন্‌, এসেটিক্‌ অক্স্যালিক্‌ পিক্‌রিক্‌ এসিড প্রভৃতি ইংরেজী নামই ধর, আমি সকলেরই উপাদান। বাঙ্গালা করিয়া সেঁকো সৈকতকই বল আর ইংরেজী করিয়া আর্সেনিক্‌ সিলিকন্‌ই বল, আমাকে এড়াইতে পারিবে না। কেমিক্যাল্‌ কম্পাউণ্ড্‌ আমারই কর্ম্ম, কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ আমারই কারখানা। মেকানিক্যাল্‌ মিক্‌শ্চারে তো আমি সর্ব্বেসর্ব্বা।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বেশীদূর যাইতে হইবে না, শিকড় ও অঙ্কুর বা ট্যাঁকেই আমাকে দেখিবে। শরীরবিজ্ঞানে রক্তের সঙ্গে তথা কফ-কাসীতে আমি মিশাইয়া আছি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আমিই কুস্তির জিম্‌ন্যাষ্টিকের ও মুক্ত বায়ুসেবনের উপকারিতা শিখাই। নৃ-তত্ত্বে আমিই ককেশিয়ান্‌ জাতির শ্রেষ্ঠতা রটাই, ডার্বিন্‌-তত্ত্বে আমিই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্রমবিকাশ ঘটাই।

জ্যোতিষ

জ্যোতিষে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকৃতিই বল, আর কমলালেবুর মতই বল, আমার শরণ লইতে হইবে। কোপারনিকাসে আমি, রোমক-সিদ্ধান্তে আমি, ভাস্করাচার্য্যেও আমি। আমি উত্তরায়ণে নাই দক্ষিণায়নে আছি, রাহুতে নাই কেতুতে আছি, গ্রহ-উপগ্রহে নাই নক্ষত্র ধূমকেতুতে আছি, অরুন্ধতীতে নাই কালপুরুষে আছি, ধ্রুবতারায় নাই শুকতারায় আছি। আমি অশ্বিনী-ভরণীতে না কৃত্তিকাতে সুদসুদ্ধ আদায় করিয়াছি, মেষ-বৃষ-মিথুনে নাই কিন্তু কর্কট-কন্যা-বৃশ্চিক-কুম্ভ-মকরে প্রখরভাবে আছি। শুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে আমার কোন পক্ষপাত নাই। আহ্নিক বার্ষিক উভয়ই আমার গতি। রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কক্ষা, অক্ষাংশ, ক্রান্তিপাত, সংক্রান্তি, সর্ব্বত্র আমি।

ফলিত-জ্যোতিষে—ক্রূরগ্রহে, কালবেলা-কুলিকবেলায়, কাল-রাত্রিতে, দিক্‌শূলে, সপ্তশলাকায়, পঞ্চকূটবিচারে, রাজযোটক মিলে, সুতহিবুকযোগে আমি আছি। জন্মকুণ্ডলীতে আমিই কুণ্ডলী পাকাইয়া আছি। করকোষ্ঠী ও ঠিকুজীকুষ্ঠী আমারই সৃষ্টি। শাকুনিক, গণক বা গণৎকার আমার বশ, এল্‌ম্যানাক্‌, ক্যালেণ্ডার্‌, পঞ্জিকায় আমার অধিকার (হুইটেকার্‌ জ্যাড্‌কিয়েলে বিশেষ করিয়া); কার্ত্তিক মাসে শুক্রবারে আমার সঞ্চার। কালগণনায় কলাকাষ্ঠায় আমি, পলক-ক্ষণে আমি, বাঙ্গালা পক্ষে ইংরেজী উইকে আমি, শকশাকে আমি, কল্পেও আমি। কল্যাই

বল, সকাল-বিকালই বল, আমি কস্মিন্‌কালে তিলেকও কাহারও কাছছাড়া হই না।

অঙ্কশাস্ত্র

অঙ্কশাস্ত্রে—আঁক কাটায়, আঁক কষায়, চোকে, ইলেকে, একুনে বা 'কুল্লে,' ঠিক দেওয়ায়, বাকীতে, কড়ি ও কাহনে, কাক-কড়াক্রান্তি হিসাবে, তঙ্কায়, এক হইতে কুড়ীতে, কুড়ীধরণে ক্রয়-বিক্রয়ে, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া বুড়কিয়া শতকিয়া প্রভৃতিতে, একক দশক হইতে লক্ষ কোটি সংখ্যায়, কাঠাকালী নৌকাকালা পুকুরকালী প্রভৃতি কূটকচালে ব্যাপারে, কড়িকষা কাগজকষায়, কুড়ো কাঠা রেক কুন্‌কে কাঁচ্চা ছটাকে (পোয়াটেক সেরটেকেও) আমি। শুভঙ্করী মানসাঙ্কে আমি অবাক্ কাণ্ড ঘটাই। আবার গুননীয়ক-গুণিতকে, সঙ্কলনে, লঘূকরণে, কুসীদ ও চক্রবৃদ্ধিতে, বর্গমূল-ঘনমূল নিষ্কাশনে, প্রকৃত-অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশে, ত্রৈরাশিক বহুরাশিকে, দশমিক পৌনঃপুনিকে আমাকে পুনঃপুনঃ পাইবে। কোণে, কেন্দ্রে, শঙ্কুক্ষেত্রে আমার অধিকার। ত্রিকোণমিতিও আমার এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ক্যাল্‌কুলাস্ কোয়াটার্‌নিয়নের কথা কহিয়া আর আতঙ্কের উদ্রেক করিব না। গৌরীশঙ্কর, কে, পি, বসু, ও কে, পি, চট্টোরাজ তথা যাদব চক্রবর্ত্তীর অঙ্কের কেতাবের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

ইতিহাস

ইতিহাসে—আমারই প্রসাদে অশোক কণিষ্ক হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্ক শকারি বিক্রমাদিত্য শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী, চাণক্য বা কৌটিল্য শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, আলেকজ্যাণ্ডার বা আলিকসন্দর বা সেকন্দর দেশ-অধিকারে অদ্বিতীয়, আকবর শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্, মীরকাসিম বাঙ্গালার শেষ নবাব, ক্লাইভ্ আর্কটবিজয়ী কর্ম্মবীর। আমারই জন্য দারাশিকো সুপণ্ডিত, অশোকপুত্র কুনাল সুশীল, আর কালাপাহাড় কুলাঙ্গার। স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, রাণা কুম্ভ, শক্তসিংহ, বক্তিয়ার, কুতুবুদ্দিন, সবক্তগিন, আবুবকর, কৈকোবাদ, অক্ল্যাণ্ড্, কর্ণ্ওয়ালিস্, বেন্টিঙ্ক্, নর্থ্ব্রুক্, কেহই আমাছাড়া নহেন। ক্লেমেন্‌স ক্যানিংএ আমি, আবার দুর্জ্জন কর্জ্জনেও আমি। শক্তাবৎকুলের বীরত্বকীর্ত্তিতে আমি, আবার জাপানে দেশভক্তের হারাকিরিতেও আমি। ভিক্টোরিয়ায় বেকনস্ফীল্ডে আমি, কাইজারে বিস্মার্কে আমি, (জার) নিকোলাসে আমি, ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেটে আমি। বীরনারী কর্ম্মদেবী কর্ণবতী কমলাবতী ও কুমারী কৃষ্ণকুমারী আমার মানে মানিনী। অক্টারলোনি মনুমেন্টে আমি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হলে আমি, অন্ধকূপ বা ব্ল্যাক্‌হোলে আমি, অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ অক্ষরে আমি, সেকেন্দ্রা কুতবমিনারে আমি, আবার কমলমীর ও চৈতককা চবুতারায় আমি। দিল্লীর তক্ত-তাউসে আমিই আসীন। কুরুক্ষেত্র মুদকী ফতেপুর-শিকরী কালঞ্জর-অবরোধ, ব্যানক্‌বর্ণ্, কিলীক্র্যাঙ্কি ফ্যালকার্ক্

ম্যাল্-প্ল্যাকেট্ ব্যালাক্লাভা প্রভৃতি বহু লড়াই আমার পরাক্রমে ফতে হইয়াছে।

আমারই প্রসাদে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ও নিবাস বাড়েবাঁকা আমারই অধিকারভুক্ত। ক্ষিতীশচন্দ্র-ক্ষৌণীশচন্দ্রও আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালায় শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, তারক পরামাণিক, তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক আমার অনুগৃহীত। কৃষ্ণপান্তি ও কান্তবাবু, রাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজ নন্দকুমার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, কমলকৃষ্ণ দেব, কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, জয়কৃষ্ণ মুখো জ্যোৎকুমার মুখো প্রভৃতি আমারই প্রসাদে ধনে-মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কান্তিচন্দ্র মুখো, কালিকাদাস দত্ত ও এল্বিয়ন্ রাজকুমার বন্দ্যো আমারই কৃপায় ওরূপ উচ্চ' পদ পাইয়াছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বেলায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধির নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। কামাল পাশার কৃতিত্বে ভারতের বাহিরেও আমার কীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাণে কাণে একথাও কহিতেছি, কার্বোনারি, এনাকিষ্ট্ বা অরাজকতন্ত্রী ও বলশেভিকে এবং ট্রট্স্কি, ম্যাক্সিম্ গর্কি, কার্ল্ মার্ক্স্ প্রভৃতি বৈদেশিক ব্যক্তিগণে আমি, আবার ডিটেক্টিভ্ বা টিক্টিকিতেও আমি।

ভূগোল

ভূগোলে—যোজকে, গিরিসঙ্কটে, উপত্যকা-অধিত্যকায়, এট্‌ল্যান্টিক্ প্যাসিফিক্ প্রভৃতি মহাসাগরে, কৃষ্ণসমুদ্রে, কাস্পিয়ান্ হ্রদে, ক্যাম্বে বা কাছ উপসাগরে, পাক্ প্রণালীতে, ককেসস্ ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতে, কিউরাইল্ ও লিয়াক‍ন্ দ্বীপপুঞ্জে, আমাকে পাইবে। আমি সুমেরুতে নাই কুমেরুতে আছি, বিন্ধ্যাচলে নীলাচলে নাই কুলাচলে লোকালোকাচলে আছি, হিমালয়ে নাই মৈনাকে আছি, ধবলগিরিতে নাই কাঞ্চনজঙ্ঘা-গৌরীশঙ্করে আছি, রামগিরি খণ্ডগিরিতে নাই ত্রিকূট চিত্রকূটে আছি, পঞ্চবটীতে নাই দণ্ডকারণ্যে আছি, ঘৃতদধি-সমুদ্রে নাই ক্ষারোদক্ষীরোদে আছি, মানসসরোবরে নাই চিল্কা ও বৈকাল হ্রদে আছি, উত্তমাশায় নাই কুমারিকায় আছি, গঙ্গাযমুনা-সরস্বতী-গোমতী গোদাবরীতে নাই, কৃষ্ণা কাবেরী করতোয়ায় আছি। নদীর কথা যদি উঠিল, তবে আরও বলি—কৃষ্ণনগরের কঙ্কণা, বর্দ্ধমানের বাঁকা, মেদিনীপুরের কাঁসাই, যশোরের কপোতাক্ষ, এবং ময়ূরাক্ষী শীতললক্ষা দারুকেশ্বর কুমার গণ্ডক কুশী কাঠযুড়ী কর্ণফুলী কর্ম্মনাশা কীর্ত্তিনাশা (তথা কাটিগঙ্গা!) প্রভৃতি অনেক নদনদী কুলুকুলুরবে আমার কীর্ত্তিকথা কহিতেছে। কাশী কাঞ্চী কোশল কলিঙ্গ কেরল বাহ্লীক কর্ণাট কৌশাম্বী কাশ্মীর কাঙ্গড়া উপত্যকা কাম্বোজ কচ্ছ ত্রিবাঙ্কোর কান্যকুব্জ কর্ণসুবর্ণ অমরকোট মঙ্গলকোট ট্যাক্‌সিলা কাবুল কান্দাহার কোয়েটা কূট কাশগার কুর্দ্দিস্থান মক্কা মস্কট,—কোথায় আমি নাই? তুরস্ক বল্‌কান্

কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে আমি; ডেন্‌মার্ক্‌ কোপেন্‌হেগেনে আমি, লোপাট্‌কা কামস্কট্‌কায় আমি, স্কট্‌ল্যাণ্ডে আমি, ম্যাডাগাস্কার্‌ মোজাম্‌বিকেও আমি, অর্থাৎ কাফ্রীর দেশ আফ্রিকায়ও আমি। সেকালের কার্থেজেও আমি ছিলাম। আমারই খাতিরে নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের নাম আমেরিকা, আবিষ্কর্ত্তা কলম্বস্‌। আমারই চক্রান্তে কোর্টেজ্‌ মেক্সিকো জয় করেন। ক্যালিফর্ণিয়া কিম্বার্লির কনকের আকর আমারই অধিকার-ভুক্ত। আবার ক্যাবট্‌, ড্রেক্‌, কাপ্তেন কুক্‌ প্রভৃতির দেশ-আবিষ্কার আমারই কৃতিত্ব। মার্কিন মুল্লুকে তো আমার জয়জয়কার। ক্যানেডা, জ্যামেকা, কিউবা, এলাস্কা, কলম্বিয়া, স্যান্‌-ফ্রান্সিস্কো, নেব্রাস্কা, শিকাগো, নিউইয়র্ক্‌—আর কত নাম করিব ?

ক্যালিকাট ক্যানানোর কুম্ভকোণম্‌ কঞ্জিভেরম্‌ কোটা শিকাবতী বিকানীর কর্পূরতলা করাচি কুচবিহার আরাকান কাছাড় কুমায়ুন, সব আমার এলাকাভুক্ত। ভারতের বাহিরে কোচিন টংকিং হংকং মলক্কাস্‌ কোরিয়া কাম্বোডিয়া টোকিও ক্যাণ্টন ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত আমি হল্লা করি। মগের মুল্লুকে আমি, লঙ্কায় কলম্বোয় ক্যাণ্ডিতে আমি, কেনিয়ায় কেপ্‌কলোনিতে আমি। প্রাচীন গান্ধারকে কান্দাহারে পরিণত করা আমারই কারসাজি। আমি সাহেবলোকের স্বর্গ সিমলা-দার্জ্জিলিঙ্গে নাই, কিন্তু স্বর্গের শিঁড়ি কালকা-কর্সিয়ঙ্গে আছি। কিউল কাটিহার মোকামা কাণপুর লক্ষ্ণৌএ আমি আড্ডা করিয়াছি। লুণ্ডিকোটাল কাঠগুদাম কোডারমা কাটরাস লক্‌সার দুমকা প্রভৃতি বেমকা নাম আমারই সৃষ্টি। আমি খাস-বাঙ্গালার কৃষ্ণনগর-বাঁকুড়ায়, ঢাকা-কুমিল্লায়,

বিক্রমপুর-বাকলায়, মুক্তাগাছা-ভাগ্যকুলে আছি, কায়েথীর মুলুক. বাঁকীপুরে আছি, আবার শ্রীক্ষেত্রে উৎকলে ভদ্রক-কটকে সাক্ষিগোপালে আছি। কুষ্টিয়া কুমারখালি কৃষ্ণগঞ্জ চাকদহ, অম্বিকা-কালনা, কাটোয়া, কৌড়া ক্ষীরগ্রাম কাগ্রাম কোগ্রাম কুলীনগ্রাম কাঞ্চননগর, থানাকুল-কৃষ্ণনগর, কোণা কেন্দুলী কুলিয়া কালিকাপুর কালীকচ্ছ কোড়কদী কৈকালা কুচিয়াকোল কাওয়াকোলা করচমারিয়া কাড়াপাড়া কড়কড়ে কুড়ুলগাছি কাঁদোয়া কাঁচিকাঁটা কাজীরবাজার কালিয়াকর কালকেওট কুচকুচিয়া কলাগেছে কলসকাটী ও অন্যান্য কাটী এবং লিপিকরের ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁচকুলি প্রভৃতির নাম করিয়া আর কাণ ঝালাপালা করিব না।

কলিকাতায় আমি দুই পদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই ইহা সেরা সহর। কলিকাতার কাছাকাছি অনেক স্থানেও আমার অধিকার আছে। কালীঘাট ভূকৈলাস শালকিয়া রামকৃষ্ণপুর পদ্মপুকুর পাইকপাড়া কাশীপুর কুঠীঘাটা কড়েয়া কাঁকুড়গাছি কামারডাঙ্গা চড়কডাঙ্গা নারকেলডাঙ্গা কোদালিয়া কস্‌বা পোর্ট্‌ক্যানিং কাকনাড়া কাঁচরাপাড়া বারাকপুর দক্ষিণেশ্বর কোন্নগর—কোন্‌খানে আমি নাই?

কলিকাতার ভিতরে তো আমার কোটালে বান ডাকে। কলুটোলা কম্বুলেটোলা কপালিটোলা কুমারটুলি কাঁটাপুকুর নেউগিপুকুর মুরারিপুকুর হোগলকুড়িয়া কাঁসারিপাড়া পালকীপাড়া মাণিকতলা কালীতলা, সর্ব্বত্র আমি। আমি চাঁপাতলায় পটোলডাঙ্গায় নাই—বৈঠকখানায় আছি, বৌবাজারে নাই—টিকটিকিবাজারে আছি,

নেড়াগির্জ্জা-নেবুতলায় নাই—কেরাণীবাগানে আছি, নিমতলায় নাই—কাশীমিত্রের ও ক্যাওড়াতলার ঘাটে আছি! পথেঘাটেও আমাকে পাইবে। কলেজ ষ্ট্রীট্ কর্ণ্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কটন্ ষ্ট্রীট্ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ ক্রস্ ষ্ট্রীট্ কর্‌পোরেশ্যান্ ষ্ট্রীট্ কীড্ ষ্ট্রীট্ ক্যামাক্ ষ্ট্রীট্ পার্ক্ ষ্ট্রীট্ সার্কুলার্ রোড্ ক্রীক্ রো স্কট্ লেন্ কানাই ধরের লেন, সর্ব্বত্র আমার আনাগোনা। হাইকোর্টের ঘাটে কাল্‌পিন্‌ঘাটে কয়লাঘাটে তেলকলঘাটে খিদিরপুরের ডকে আমি। আমি ইডন্‌গার্ডন্ বীডন্‌গার্ডনে নাই—মার্কস্‌স্কোয়ার্ কলেজ্‌স্কোয়ার্ কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌স্কোয়ার্ তথা মির্জ্জাপুর পার্ক্ পর্দ্দাপার্ক্ কর্জ্জনপার্কে আছি, চাঁদনীতে নাই—কালীশীলের চকে আছি, হেমিল্‌টনের বাড়ী নাই—কুক্-কেলভীর দোকানে আছি, স্মিথের বাথ্‌গেটের বাড়ী নাই—স্কট্ টম্‌সন্ বা ক্রীষ্ট্যাল্ আইস্ কোম্পানিতে আছি, উইলসনের হোটেলে পেলিটির বাড়ী নাই—কেল্‌নার কোম্পানীর কাছে আছি। থ্যাকারের পুস্তকালয়ে, ডিকিন্‌সনের ঘরে, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নীলামে, ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির বাড়ী আমার গতিবিধি আছে।

যুদ্ধ

যুদ্ধের কাণ্ডেও আমি কম যাই না। কেল্লা বারিক্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ কমিসেরিয়াটে কুচকাওয়াজে কুইক্ মার্চ্চে বন্দুকের তাকে পদাতিকে পতাকায় ইউনিয়ন্ জ্যাকে স্কন্ধাবারে ক্যাম্পে আমি

আছি ;'ক্যাপ্টেন্ কর্ণেল্ এডিকং আমার তাঁবেদার ; কিচ্‌নার ক্রোগ্ ক্রুগ্জি কমারফ্ বর্‌নেকাফ্ মল্‌ট্‌কে জেলিকো ব্লেক্ ড্রেক্ ক্রম্‌ওয়েল্ আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ। কামান বন্দুক কাপ্ কার্ত্তুজে আমি, কির্পাণ কিরিচ কুক্‌রীতে আমি, নালীকাস্ত্রে আমি, কোদণ্ডকার্ম্মুকে আমি, কঙ্কক কিরীট কটক কটিবন্ধে আমি, ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কার-টঙ্কারেও আমি। কোম্যাগ্যাটামারুর নানা কথা আমিই রটাই, কোকাস্-কীলিংএর কাছে এম্‌ডেন আমিই ফাটাই।

চিকিৎসা

আবার কেবল (killing) সংহারকার্য্য আমার ব্যবসায় নহে, জীবনরক্ষা-কল্পে চিকিৎসাকার্য্যও আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত নহে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে চরক তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। আমারই কৃপায় উক্ত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি কবিরাজ নামে পরিচিত! আমি বায়ুপিত্তে নাই, কিন্তু কফে-কাসীতে আছি। রক্তে আমারই সঞ্চার। আবার আমারই প্রকোপে বাতপিত্ত ক্রূর হয় এবং বিকার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও সান্নিপাতিক ঘটে। কুষ্ঠ আমরক্ত রক্তপিত্ত বিস্ফোটক বিসূচিকা প্রভৃতি কুৎসিত রোগ, বাধক সূতিকা ঠোন্‌কা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ;—তড়কা ধনুষ্টঙ্কার কৃমি যকৃৎ প্রভৃতি বালরোগ, যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, ক্ষত, পক্ষাঘাত, কম্পজ্বর, কালাজ্বর, আধকপালে, দাঁত-কপাটী, কাঁওল, কুম্‌রি, ফিকবেদনা, কুঁচ্‌কিফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ, বাতিক, চুলকানি প্রভৃতি রকমারি রোগ, সবই আমার ক্রূর কর্ম্ম। আমিই অশোক

বাসক, ঘৃতকুমারী, ক্ষেতপাপড়া, কন্টিকারি, কুরচি, কুকসিমে, কালমিঘে, ওলটকম্বল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাই, বটিকা মোদক বা মোড়কে চূর্ণ ঔষধ দেওয়াই, কঠিন রোগে কস্তুরি বা মস্ক্ (musk) মকরধ্বজ সূচিকাভরণ কুঁচলে বিষ খাওয়াই। পুটপাক আমারই গুণে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

কেবল কবিরাজ কেন, ডাক্তার হকিম অবধৌতিক চিকিৎসক সকলেই আমার কৃপাভিখারী। আবার আমি ফাঁক পাইলে টোট্‌কা ঝাড়ফুক তুকতাকও চালাই। হোমিওপ্যাথিক্ ও বায়োকেমিক্ চিকিৎসায় আমিই শেষ রক্ষা করি। ইলেক্‌ট্রোপ্যাথি অক্সিপ্যাথির পথেও আমি চলি। টনিক্, মিক্‌শ্চার্, এম্‌ব্রোকেশান্. ক্যাপ্‌সুল্, ক্যাম্ফর্-কেক্ আমিই যোগাই। স্মল্‌পক্‌স্-নিবারণে ভ্যাক্‌সিনেশান্ বা টিকা, কলেরায় ক্যাম্‌ফর্ ও ইনজেক্‌শান্, চুলকুনিতে কিউটি-কিউরা বা কার্ব্বলিক্ সাবান, কাটাকাটির কাযে ক্লোরোফর্ম্ম্ বা কোকেন্—আমারই ব্যবস্থা। ব্রন্‌কাইটিস্, ক্রুপ্. কলিক্, কার্ব্বঙ্কল্, ক্যান্‌সার্, কলেরা, স্মলপক্স্ সবই আমার কার্য্য। আধুনিক রোগতত্ত্বে মশক, মূষিক, মক্ষিকা, ছারপোকা ও ধূলিকণার রোগসঞ্চার-ক্ষমতা আমারই আবিষ্কার। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক-নিবারণের জন্ম ক্ষতস্থানে লোহাপোড়ার বদলে কষ্টিক্ লাগান ও সাবেক গোঁদলপাড়ার পরিবর্ত্তে কশৌলি (এক্ষণে কলিকাতা) পাঠান আমারই কর্ত্তৃক। এপিডেমিক্ এন্‌ডেমিক্ স্পোরেডিক্ ক্রনিক্ এণ্টেরিক্ প্রভৃতি রকম রকম রোগ-সঞ্চার, crisis collapse প্রভৃতি অবস্থা, accident, এসেপ্‌টিক্ এন্টিসেপ্টিক্ উভয় প্রকার

চিকিৎসা, ষ্টেথোস্কোপ্ দিয়া বুকপরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল্ থার্ম্মোমিটার্ দিয়া তাপপরীক্ষা, ফার্ম্মাকোপিয়া ও মেটিরিয়া মেডিকা-অনুসারে প্রেসক্রিপ্-শ্যান্ কাটা, কম্পাউণ্ডার্ কর্ত্তৃক মিক্শ্চার প্রস্তুত করা, পকেট্-কেসে অস্ত্রসংগ্রহ, পিচকারি দিয়া ক্ষত পরিষ্কার করা, সবই আমার যোগাযোগে। সিন্কোনা কুইনিন্ ক্যাস্ক্যারা বড্লিভার্ ক্যাষ্টর্ অয়েলের গুণ গাহিবার সময় আমার কথা কহিও। এলোপ্যাথিক্—লাইকার্ সোডা-বাইকার্ব্ কার্ব্বলিক্ হাইড্রোস্যানিক্ হাইড্রোক্লোরিকে ষ্ট্রীক্নিয়া ক্যান্থারাইডিস্ ক্লোরোডাইন্ ক্যাজিপুটি অয়েলে, হোমিও-প্যাথিক্—একোনাইট্ ইপিকাক্ ক্যামোমিলা লাইকো-পোডিয়ম্ মারকিউরিয়াস্-করোসিভাসে আমি অজস্র পরিমাণে আছি। কাহিল লোকের পথ্য ক্যাসাভা, ট্যাপিওকা, (কে সি বসুর) বিস্কুট, চিকেন্ ব্রথ্ ও বল্কা দুধেও আমি।

হোমরাচোমরা ডাক্তার সকলেই আমার হাতধরা। তা' ম্যাক্নামারা ম্যাকোনেল্ ম্যাক্লাউড্ কোট্‌স্ ক্রম্বি লুকিস্ ক্যাল-ভার্ট কপিন্জার্ই বল, আর কে ডি ঘোষ, কে পি গুপ্ত, ডাক্তার সরকার বা ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, গুডীব্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, এস্ কে মল্লিক কেদার দাস কালী বাগচি প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অক্ষয় দত্ত চন্দ্রশেখর কালীই বল।

জীবিকা ও কর্ম্মক্ষেত্র

জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাকে চাইই। সরকারী বেসরকারী চাকরিতে আমি (হাকিম-কেরাণী একই কথা),

কৃষিকার্য্যে ক্ষেত্রকর্ষণে কৃষককৃষাণে আমি, শ্রমিকে পারিশ্রমিকে আমি, কুম্ভকারে কুলালচক্রে বা কুমারের চাকে, কর্ম্মকারে স্বর্ণকারে মালাকারে চিত্রকরে ভাস্করে পরামাণিকে রজকে আমি, কুসীদ-জীবীতে আমি, বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ে, শুল্কে, (protective) রক্ষা-শুল্কে, duty ও octroiএ, ট্রেড্‌মার্কে, Capitalএ, Stock-takingএ, জাঁকোড়ে কেনায়, হকারের (hawker) ঝাঁকায় ও হাঁকডাকে আমি; ঢেঁকি কুলো মাকু টেকো চরকা হইতে কল কারখানা দোকান কারবার কুঠী কন্‌সার্ন্‌ ফ্যাক্টরী কোম্পানী পর্য্যন্ত সকলই আমার কীর্ত্তি। বঙ্গলক্ষ্মী কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কল্যাণ প্রভৃতি মিলের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র ও ক্যালিকটের ক্যালিকো তথা কাণপুর ক্যানানোর কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের কলে প্রস্তুত জামার কাপড় আমারই কীর্ত্তিকেতন। কলকাঠি কলকব্জা কপিকল মাপকাঠি আমিই গড়াই, কলের কুলী আমিই খাটাই, পাটকোষ্টা আমিই কাটাই, ঠিকাদার কন্‌ট্র্যাক্টর্‌ নক্সা আমিই যোটাই, কষ্টম্‌স্‌-হাউস্‌ কুৎঘাট লোকো আফিস্‌ আমিই বসাই।

বিচারক বা হাকিম উকিল মোক্তার কৌন্‌সুলী এড্‌ভোকেট্‌ client বা মক্কেল, কাননগু পেশকার শিক্ষানবীশ নকলনবীশ, সকলেই আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। হাইকোর্টে, স্মল্‌কজ্‌কোর্টে, করোনারের কোর্টে, কালেক্টারী কাছারীতে, চৌকী মহকুমায়, এলাকায়, হাকিমের হুকুমে, মোকর্দ্দমা বা কেসে, ক্রস্‌ করায়, একরার বা স্বীকারোক্তিতে, called to the barএ, প্র্যাক্‌টিসে, ডিক্ল্যারেশানে, ক্লেমে, ফোর্‌ক্লোজে, কবুল জবাবে, কৈফিয়তে, চুক্তি

কন্‌ট্র্যাক্ট্‌ বা কড়ারে, কিস্তিবন্দীতে, বকলমে বা স্বকলমে স্বাক্ষরে, নাবালক ও সাবালকে, কোর্টফীতে, উৎকোচে, বক্‌শীশে, সাক্ষীতে, কমিশানে সাক্ষ্যে, একতরফা ডিক্রীতে, ডিক্রীজারীতে, ক্রোকে, বেকসুর খালাসে, কোতে, কাঠগড়ায়, হাতকড়িতে, চাবুকে, কঠিন পরিশ্রম-সহ কারাদণ্ডে, ফাটকে আটকে, ঘাতক-কর্ত্তৃক ফাঁসি-কাঠে লটকানয়, আমাকে পাইবে। আমি উইলে নাই কডিসিলে আছি, ওয়ারিশানে নাই উত্তরাধিকারীতে আছি, অছিতে নাই অভিভাবকে এগ্‌জিকিউটারে আছি, পোষ্যপুত্রে নাই দত্তকে ভিক্ষাপুত্রে আছি, রেগুলেশ্যানে নাই এক্ট্‌কোডে আছি, আইনে নাই কানুনে আছি, ধারায় নাই সেক্‌শ্যানে আছি, মঞ্জুরে নাই নাকচে আছি, জজ-মেজেষ্টারে নাই কালেক্টারে-কমিশনারে আছি। হাইকোর্টে অনুকূল মুখো, দ্বারকানাথ মিত্র ও সম্প্রতি দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বিচারক-ত্রয় আমার মুখ রাখিয়াছেন, স্যার্ বার্ণেস্ পীকক্ হইতে স্যার্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্‌স্ পর্য্যন্ত সাহেব প্রাড়্‌বিবাকগণও আমার ক্লেম্ পাকা করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিরক্ষক পুলিশের কোতোয়ালীতে আমাকে পাইবে। সেকালের কোটাল, একালের পুলিশ কমিশনার হইতে ইন্‌স্‌পেক্টার্ কন্‌ষ্টেবল্ পর্য্যন্ত আমার অধীন, চৌকীদারের তো কথাই নাই। অকুস্থানে, সেনাক্ত করায়ও আমি।

মহাজনের পাইকার, রোকা কড়ি চোকা মাল, রোবকারি রোকা রোকড় মোকরর রোকশোধ মোকাবিলা, তক ইস্তক খাঁক্‌তী বিলাতবাকী, কুর্চ্চিনামা, পাকাখাতা, কেফায়েত,

ক্ষতি বা লোকসান, খাতক, কর্জ্জ, বন্ধকী, কস্ত খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, বিলকুল ব্যাপারে আমি।

জমিদারের পাইক বরকন্দাজ কারপরদাজ বকশী কারকুন লোক-লস্কর আমিই নিযুক্ত করি, চাকরান ও কোরফা প্রজার আমিই পত্তন করি, ধরপাকড়ে পলাতক প্রজাও আমার কঠোরতায় ঘটে। তদা-রক, থাকবন্দী, একন্দাজ, শিকস্তিপয়স্তি, কায়েমী স্বত্ব, কর্ণওয়া-লিসের কীর্ত্তি, তালুকমুলুক মালিক সরিক, সর্ব্বত্রই আমি। কোট-কোবালা কবুলিয়ত তমঃশুক কড়চা কবচ বাকী বকেয়া নিকাশ প্রকাশ নিষ্কর পথকর পাব্লিক্ ওয়ার্ক্স্ বেবাক আমার নিছক কারসাজি।

কর বা ট্যাক্স, লোক্যাল্ বোর্ড্, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড্, কোঅপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটি, মিউনিসিপ্যাল্ করপোরেশান্. সেক্রেটারী, এক্চুয়ারী, কেশিয়ার, একাউন্ট্যাণ্ট্-জেনেরাল, সভ্যতার এ সকল অঙ্গেই আমি বিরাজ করিতেছি। কন্গ্রেস্ কন্ফারেন্স্ কন্ভেনশ্যান্ কমিটি কমিশান্ কাউন্সিল্ আমিই বসাই, বয়কট্ পিকেটিং করিতে আমিই শাসাই, কমিশান্ আমিই যোগাই, ক্যানভ্যাসার্ আমিই যোটাই, কন্ডোলেন্স্ কন্গ্র্যাচুলেশান্ আমিই পাঠাই, প্রোক্ল্যামেশান্ ডিক্ল্যারেশান্ আমিই রটাই, কনষ্টিটিউশ্যান্যাল্ এজিটেশ্যান্ আমিই ঘটাই। ক্যাপিট্যালের ম্যাক্সে আমি, র্যাম্জে ম্যাক্ডোন্যাল্ডে কেয়ার্ হার্ডিতে আমি *।

* 'দর্শন' হইতে এই পর্যন্ত 'ভারতী'র শ্রাবণ ও ভাদ্র-সংখ্যায় (১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অংশ অধুনালুপ্ত 'বিজয়া'র ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় (১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

রকমারি

আমার "চরিতানি বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।" কেননা আমি করাল-কঠিন-কর্কশ-কমঠ-কঠোরেও আছি, আবার কম-কোমল-কমনীয়-কুসুম-সুকুমারেও আছি—উৎকট বিকট বিকল কদর্য্য কুৎসিত রুক্ষ উস্‌কোখুস্‌কো কাঠখোট্টা বিটকেল কিম্ভূত-কিমাকার (cadaverous) ক্যাড়াভ্যারসেও আছি, আবার চমৎকারেও আছি—কুরূপ কদাকার মর্কটাকৃতি কুশ্রী পুরুষেও আছি, আবার কষিতকাঞ্চনকান্তি কন্দর্পকান্তি বা নবকার্ত্তিকেও আছি—কালো কুচ্‌কুচেতেও আছি, আবার টুক্‌টুকে বা টক্‌টকেতেও আছি—জোঁকের মত কালো কন্যাতেও আছি, আবার সাকারা সুন্দরী ডানাকাটা পরীতেও আছি।

প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্টেও আমি, নিকৃষ্ট অপকৃষ্টেও আমি। সঙ্কীর্ণেও আমি প্রকীর্ণেও আমি, একত্রেও আমি পৃথকেও আমি। একাকী, একক বা একেলায়ও আমি, দোক্‌লায়ও আমি, সকলে বিলকুলেও আমি। বেবাক্কে, থোকে, অধিকে, ঝাঁকে, কতকি-তেও আমি, আবার কতিপয়ে কতকে কমে টুকু টুক্‌রা কণা কুটো কুচি কিছু কিঞ্চিতেও আমি। গজক্ষয়েও আমি, মূষিক বৃদ্ধিতেও আমি। কাঁচা কচি ক স কষো দরকচা ডবকাতেও আমি, পাকাতেও আমি। হাল্‌কা পল্‌কা ভস্‌কা ফস্‌কা ঠুন্‌কোতেও আমি, আবার কায়েমী পোক্ত টেকসইএও আমি। বকেয়ায় সাবেকেও আমি, আধুনিকেও আমি। কার্য্যকালেও আমি, অবকাশেও আমি। অকষ্টন্দ, অবস্থায়ও আমি, নিষ্কণ্টক

অবস্থায়ও আমি। স্বাভাবিক ঘটনায়ও আমি, চমকপ্রদ 'আচম্‌কা বেমক্কা হঠাৎকার অবাক্‌কাণ্ডেও আমি। আমি দিকে দিকে ও ফাঁকে ফাঁকেও বেড়াই, আবার কাছে নিকটেও (প্রাদেশিক কথায়, কোলের কাছে বা ক্যাবল নিকটে) থাকি। আক্‌সার আমাকে পাইবে, আবার 'কালেভদ্রে' বা 'কালে কস্মিনে'ও পাইবে। কর্ত্তব্য-কর্ম্মেও আমি, কুকার্য্যেও আমি। কাযের কথায়ও আমি, বাজে বকুনিতেও আমি। করুণ ও ভয়ানক, শুক্ল ও কৃষ্ণ, কীর্ত্তি ও কলঙ্ক, উপকার ও অপকার, কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন, অনুকূল ও প্রতিকূল, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, পক্ষপাত ও নিরপেক্ষ, তিরস্কার ও পুরস্কার, আবশ্যক ও অনাবশ্যক, ন্যাকা-বোকা ও চালাক, বিশ্বনাগরিক '(বসুধৈব কুটুম্বকম্') ও কূপমণ্ডূক, প্রকাণ্ড ও ক্ষুদ্র, কাচ ও কাঞ্চন, কয়লা ও হীরক, অট্টালিকা বা কোঠা ও কুটীর বা কুঁড়ে - উভয়ত্রই আমার সমভাব। আমার পক্ষে চাকুরি ও কুকুরী এক কোঠায় পড়ে।

পুরুষকার ক্ষমতা শক্তি এক্তিয়ার কেরামত কদর কের্দ্দানিতে আমি, আবার প্রাক্তন, কপাল বা কিস্‌মতেও আমি। কপট কুটিল কুচক্রী লোকের কুহক কৌশল কূটনীতি ফিকির চালাকি বুজরুকি ভিট্‌কিলিমি কারসাজি কোরকাপ জেলাপির পাক ফাঁকি ধোঁকায় আমি, আবার কুড়েমি বোকামি ন্যাকামিতে, ঝকমারী কসুর ভুল-চুকেও আমি। আলোকপ্রাপ্তিতে আমি, আবার কুসংস্কারেও আমি। কৃতী কৃতার্থ কৃতকৃত্য কৃতকার্য্য কৃতসঙ্কল্প কার্য্যকুশল করিৎকর্ম্মা অক্লান্তকর্ম্মা ক্রূরকর্ম্মা ডাকাবুকো লোকে আমি, আবার অন্যমনস্ক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আক্কেলগুড়ুম ভ্যাবাচ্যাকা-লাগা কাযে-

কুড়ে 'কুচ্‌কাম্‌কা নেহি' কম্‌বক্তায়ও আমি। কোনও কর্ম্মের নয়কো মাকড়, টেনে ছেঁড়ে গায়ের কাপড়—আমারই কল্যাণে। আমি কখন অকুতোভয়, কাহাকেও কেয়ার্‌ বা দৃক্‌পাত করি না, কাহারও তোয়াক্কা রাখি না, 'কুচ্‌পরোয়া নেহি' বলিয়া হক কথা কড়া কথা বা কাটা কাটা বুলি শুনাই, কপাল ঠুকিয়া কাঠকবুল হইয়া কাযে লাগিয়া যাই ও সকল ধকল বা ঝুঁকি সহ্য করি, আবার কখনও শক্তের ভক্ত, করযোড়ে দাঁতে কুটা করিয়া কাকুতি-মিনতি করি ও কসুর করিয়াছি বলিয়া নাকে খত দিই। নকিব চাটুকারে আমি, আবার স্পষ্টবক্তা উচিতবক্তায়ও আমি, বিচক্ষণ চৌকোস লোকে আমি, আবার বাতিকগ্রস্ত বিকৃতমস্তিষ্কেও আমি। কোলাকুলিতেও আমি, কীলোকীলিতেও আমি, ইংরেজী করিয়া বলিতে গেলে kick cuff এও আমি, kiss cuddle এও আমি। কাণমলা নাকমলা গলাধাক্কায়ও আমি, আবার কোলে করা কাঁধে করায়ও আমি—কেননা সকলই কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

আকৃতি প্রকৃতি শিক্ষাদীক্ষা সঙ্কেত লক্ষণ রকম-সকম কেতা কায়দা সকলই আমার কৃপায় পাও। বিকত্থনা অহঙ্কার অহমিকা দেমাক ঠসক ঠেকার জাঁকজমকে আমি, আবার অকিঞ্চন অমায়িক ভাবেও আমি। বীরের হুঙ্কার-টঙ্কারে আমি, আবার নারীর ঝঙ্কারেও আমি। আকুলি-বিকুলি আক্ষেপক্ষোভে কষ্টক্লেশে হৃৎকম্পে কাতরকণ্ঠে করুণক্রন্দনে মন কেমন করায় আমি, আবার পুলক কৌতুক হালকা হাসি-মস্করা বকামি ফুক্কুড়ি ইয়ারকি ফচ্‌কেমি ন্যাকরা কাষ্ঠনকুতা কাষ্ঠহাসিতেও আমি। ক্রোধে কোপে আমি,

আবার উপেক্ষা ক্ষমা তিতিক্ষা, স্তোকবাক্যে, camouflageএ, কৃপাকরুণাদাক্ষিণ্য একপ্রাণতা কুশলকামনায়ও আমি। প্রতীক্ষা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল ঔৎসুক্যে আমি, আবার কুণ্ঠা শঙ্কা আতঙ্ক সঙ্কোচ সঙ্কট বিপাক আকাশ-পাতাল ভাবনা নাকাল আক্কেল হিড়িক বেগতিকেও আমি। ক্ষতি বা লোকসান করিতেও আমার যতক্ষণ, প্রতিকার করিতেও ততক্ষণ; আমি কখন কেঁদে কুরুক্ষেত্র করি, কখন হেসে কুটি কুটি হই।

রিক্তহস্ত কাঙ্গালে ভিক্ষুকে ফকিরে আমি, আবার মুকিম ক্রীসস্ (Crœsus) কার্ণেজি (Carnegie) লক্ষপতি কোটিপতি ক্রোরপতিতেও আমি। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ কঞ্জুষ (Shylock) শাইলকে একাদশী বাঁড়ুয্যেয় আমি, আবার মুক্তহস্ত দাতাকর্ণেও আমি। কর্জ্জ করিয়া কোনও রকমে সঙ্কুলন করায় আমি, ঠক্-ডাকাতে, পকেট-কাটায়ও আমি। কাংলাকাচ আমারই কল্লা, আবার কিঙ্কর কিঙ্করী, পরিচারক পরিচারিকা, চাকর চাকরানী, লোক-লস্কর, কার্পরদাজ তুরুকসোয়ার প্রভৃতি নিযুক্ত করা আমারই কেরদানি। রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটধারণ (Corona-tion) ও অভিষেকে এবং কপালে রাজটিকা-প্রদানে আমি, জোর-কপালের একাদশে বৃহস্পতিতে আমি, আবার কাঙ্গালের কর্কট রাশিতে, ত্যাকরা কানি কৌপীন কম্বলেও আমি। কুবেরের ভাণ্ডার আমার খাসতালুক। কাষেকাষেই টাকাকড়িতে, কেতা কেতা কারেন্সি নোটে, কোম্পানীর কাগজে, চেক্ কাটায়, ব্যাঙ্কে, কনক-মুদ্রা নিষ্ক বা আকবরীতে, শিক্কা টাকায়, টাকাটা শিকাটায়,

রেজকিতে, নিকেলের একআনিতে, কপর্দ্দকে, এমন কি মেকি টাকায়, এককড়া কাণাকড়িতেও আমি ; তা' টেঁকে, কষচে, পেট-কোঁচোড়ে, কোমরে, বুকপকেটে, নোট্‌কেসে, ক্যাশ্‌বাক্সে, লোহার সিন্দুকে, যেখানেই রাখ। নিক্তির ওজনে কুঁচের ব্যবহার এবং শুক্তি হইতে মুক্তা ও গোলকণ্ডার আকর হইতে হীরক-আবিষ্কার আমারই কর্তৃক। সাতরাজার ধন এক মাণিক, কৌস্তুভ স্যমন্তক কোহিনূর হীরক মরকত সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি মণিমাণিক্য আমারই কান্তিতে কমনীয়। অয়স্কান্ত বা চুম্বক আমারই আকর্ষণে মণিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কুবাক্যে আমি মূর্ত্তিমান্—তা' সাধু-ভাষায় অকালকুষ্মাণ্ড কুলকলঙ্ক কুলপাংশুল কৃতঘ্ন বকধার্ম্মিক মর্কটসন্ন্যাসী ভাক্ত কাপুরুষ কপট কুটিল কামুক কুক্কুরই বল, আর চলিত ভাষায় নেকা বোকা ভেকো বেআকুব বেআক্কেল বোল্লক, আহাম্মক কাঁহাকা, কাশ্মীরী গাধা, বকাটে, কুচুটে কুমুনে, কুঁদুলে, ঠক, আকাশনাত্তে, নেইআঁকুরে, কাণতুল্‌সে, এক-কাণকাটা, একলষেঁড়ে,. একবর্গা,' একরোকা, নিমকহারাম, হাড়পেকে, ডোকলা, ডোকরা, ডেকরা, রাস্কেল্‌ই বল। নারীর কুৎসা কলহ কিচকিচি কাজিয়া কোন্দল কোলাহলে আঁটকুড়ি, শতেকখোয়ারী, কাঠকুড়ুনি, পোড়াকপালী, কালামুখী, পাড়াকুঁদুলী, ছিঁচ্‌কাঁদুনী প্রভৃতি অকথা কুকথা কটুকথা কুঁজড়োকথায় আমি কম যাই না। কসম-কিরায়ও আমি আছি। (একথা যদি ঠিক না হয়, তবে মা-কালীর দিব্যি!) ইহা ছাড়া, ত্যক্ত বিরক্ত বা দিক্ করা, কাবু করা, পাক দেওয়া, চক্ষুঃদান, কড়্‌কানি, বকুনি,

কোঁৎকা, কোঁড়া, চাবুকে, কীলকামড়ে, হাঁটে কাঁটা লাগাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ানতেও আমি।

সকারণে বা অকারণে, কোন গতিকে, যেন তেন প্রকারেণ, কায়ক্লেশে কষ্টে-সৃষ্টে কোন কায করিলে আমা-ব্যতিরেকে চলে না। এমন কি কুকার্য্য করিয়া তাহা স্বীকার না করিয়া, ন্যাকামি করিয়া, 'কবে, কখন্, কোথায়, কে বলিল' বলিয়া সারিয়া লওয়া আমারই শিক্ষায়। কিন্তু, সে যাহা হউক, কদাচ, কখনও, কুত্রাপি, কথঞ্চিৎ, কোন কার্য্য করিলে বা কোন কথা কহিলে আমাকে ঠেকান কঠিন। ফলকথা, অনেক শারীরিক ও অন্য রকম ক্রিয়ায় আমাকে পাইবে। সকল কালে কোন কিছু করিতে হইলেই আমাকে ডাক পড়ে। সাধুভাষায় ক্রন্দন কণ্ডূয়ন ভক্ষণ হাকার চীৎকার ফুৎকার হুঙ্কার ঝঙ্কার আবিষ্কার বহিষ্কার প্রভৃতি তো আছেই। গ্রাম্যভাষায় বকা, ঝকা, ডাকা, হাঁকা, ঢাকা, ঢোকা, ঠেকা, ঠোকা, বাঁকা, ছাঁকা, ঝোঁকা, ধমকান, কড়কান, ভড়কান, কাঁপা, কাঁদা, কাৎরান, কোঁতান, কথান, ডুকারিয়া বা ডাক ছাড়িয়া কাঁদা, চুমুক, চুমকুড়ি, জোকার (উলু), কাতুকুতু, চুলকান, কুলকুচি বা কুলি, ঢেকুর, হ্যাকার, হেঁচকি, কাঠবমি, ঢোক গেলা, তাকান, লুকান, উঁকি দেওয়া, কুক দেওয়া, লুকোচুরি, নাচাকোঁদা, ঘুরপাক দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, ঝাঁকান, ঝোঁকান, টপ্‌কান, তড়াক করিয়া লাফান, কস্‌টান, কপ্‌চান, ঠোকরান, কামড়ান, কল্লান বা টেঁক বেয়োন, শুকান, কুড়ান, কোপান, কোদলান, কাদান, কাটা, কোটা, কাচা, কোঁচান, কচলান, কাড়া, কাঁড়া, কোরা, কামান, নিকান চোকান,

আঁকড়ান,সট্‌কান, আট্‌কান, মট্‌কান, চম্‌কান, থম্‌কান, ছট্‌কান, ঠিক্‌রান, চল্‌কান, ফস্‌কান, টক্কর লাগা, টনক নড়া, কাচ বা কল্লা করা, পেট কলকল কুলকুল কুনকুন কনকন করা, গলা কিটকিট করা, গা কুটকুট করা, ফোড়া কটকট করা, কোঁকোঁ করা, কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গেলা, কুপকুপ বা কপকপ করিয়া খাওয়া, ঢক্ করিয়া বা ঢুক্ করিয়া বা চুক্ চুক্ করিয়া জলখাওয়া, কটাস করিয়া কামড়ান, ঠকঠক করিয়া কাঁপা, কটমট করিয়া তাকান, কুড়মুড় করিয়া চিবান, দাঁত কিড়মিড় করা, চোক কড়কড় করা, বালি কিচকিচ করা, কিচিরমিচির করা, ক্যাঁকো করা, ক্যাচ করিয়া বা কুচ করিয়া কাটা, ক্যাঁটক্যাঁট করিয়া বলা, ঠক্‌ঠক্ ঠুক্‌ঠুক্ টিক্‌টিক্ টক্‌টক্ ঝিক্‌মিক্ ঝক্‌মক্—যাক্, এই ঢেঁকির কচ্‌কচির কম্মভোগ আর কাঁহাতক করিব ?

প্রকৃতি

প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখ, দিক্‌চক্রবালে আমি প্রকট, ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিলেও আমাকে নিরীক্ষণ করিবে। আবার উর্দ্ধে আকাশে আমি, নিম্নে মৃত্তিকায় বালুকায় আমি। প্রকাশ্য দিবালোকে আমাকে দেখিতে পাইবে, পরিষ্কার চন্দ্রালোকে নক্ষত্রালোকে আমাকে দেখিতে পাইবে, আবার কুয়াশায় অন্ধকারেও আমাকে দেখিতে পাইবে.। অর্ককিরণে আমি, জোনাকীর আলোকেও আমি, আবার কুলের কাঠের, আগুনেও আমি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছি। সুধাকরের কৌমুদীতে আমি, শশাঙ্কের

কলঙ্কেও আমি। সকালবেলায় আমি, বিকালবেলায়ও আমি। দক্ষিণে হাওয়ায়, দমকা বাতাসে, কালবৈশাখীতে, ঝটিকায়, ভূমিকম্পে, উল্কাপাতে, কুলিশের কড়কড় শব্দে, চপলাচমকে বা চিকুরের চিকমিকে, আমার অস্তিত্ব অনুভব করিবে। শুকনো সড়কে আমি, পঙ্ককর্দ্দমেও আমি। জলকল্লোলেও আমার সাড়া পাও। কোথাকার জল কোথায় যায় তাহার ঠিকানা নাই, সে আমারই হিড়িকে। কলরব কোলাহল কলকল কুলুকুলু প্রভৃতি বেবাক শব্দে আমি, শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত কপিশ কর্ব্বুর তথা কুলে কালো কটা ফিকে ফ্যাকাশে পাটকিলে কমলালেবুর রং প্রভৃতি হরেকরকম বর্ণে আমি।

বৃক্ষলতা পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতরও আমি ফাঁক পাইলেই প্রবেশ করি। পাকুড় নাকুড় প্রভৃতি মহাবৃক্ষে, আমলকী বিভীতকী হরীতকী নারিকেল গুবাক কণ্টকী প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষে, কাশকুশ প্রভৃতি তৃণে, কণ্টিকারি কালকসুন্দে কুকুরশোঙ্গা (কুকৃশিমে) কাঁটানটে পাথরকুচি তেলাকুচো শিঁয়াকুল আলকুশী ওকড়া কসাড় লটকান মাকাল কুঁচ প্রভৃতি আগাছায়, কামিনীধান কনকচূর বাঁকতুলসী দুধ-কলমা ও বুকরী চাউলে, কাঁওন মকাই কৃষ্ণতিল কৃষ্ণমুগ কালীকলাই ঠিকরী তেপেকে কুক্কুৎকলাই ইত্যাদি খন্দকুটোয়, স্কন্দমূলকে, সাকরকন্দ আলুতে, কেসুরে, আকের টিকলিতে, বাঁশের কোঁড়ায়, কলার কাঁদিতে, শাক কচু কাঁচকলা কদু কুমড়ো বাকার করোলা কাঁকুড় কাঁকুড়ী কাঁকরোল প্রভৃতি তরকারীতে, চুকোপালং কুল কয়েদবেল করমচা কামরাঙ্গা কাগজীলেবু প্রভৃতি

টক জিনিশে (করকচ-যোগে), কমলালেবু লকেট্‌ফল কিসমিস মনক্কা মস্কাট কলসীখেজুর প্রভৃতি মেওয়া ফলে, আমি বিরাজ করি। আমারই কল্যাণে, ক্ষীরকাঁঠাল ও কলমের আম পেটুক লোকের পক্ষে উপাদেয়। আমারই গুণে কাঁঠা'লে কলা কুলপিৎ কলা কানইবাঁশী কলার সাহেবলোকের কাছে কদর। কাশীর কুলে পোকা আমিই ঢোকাই, কীলিয়ে কাঁঠাল পাকান, পাকাকলা পাওয়া, কলা দেখান, কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি, এসব আমারই কীর্ত্তি।

কুসুমকাননে, অশোককিংশুকে, কদম্বকেতকীতে, কুন্দচম্পকে, কুসুম্ভকুটজে, কুরুবক-করবীরে, নাগকেশর-কনকচম্পকে, কুমুদ-কহ্লার-কমল-কুবলয়ে, কামিনীবকুল-মল্লিকা-শেফালিকায়, কৃষ্ণকলি কৃষ্ণচূড়ায়, আকন্দমুচুকুন্দে, বাকসে, বকফুলে, কলিকা ফুলে, ঝুমকোলতায় আমার অধিষ্ঠান। কুসুমেও আমি, কণ্টকেও আমি। কুঞ্জনিকুঞ্জে, কেয়ারি-করা কৃত্রিম কাননে, কেসরে কিশলয়ে, কোরকে কলিকায়, কুঁড়িতে শিকড়ে, কাণ্ডে, স্তবকে স্তবকে বা থকীয় থকায় আমি বিরাজ করি। মকরন্দেও আমার গন্ধ পাও। আমারই স্পর্শে ক্রোটন্‌-অর্কিডের বাহার। কাঠমল্লিকার দুইধারে কাৎ হইয়া থাকিয়াও সুঘ্রাণ দিতে পারি নাই এই আক্ষেপ রহিল। আকাশকুসুমও আমার চক্ষুর অগোচর নহে।

পক্ষীর দলে—কাকবকে, চক্রবাক-মৎস্যরঙ্কে, চটকপেচকে, ডাহুক পানকৌড়ী কাঁদাখোঁচায় আমার খোঁচা আছে। শকুনি কাঠঠোকরায় আমার ঠোকর সহিতে হয়। পক্ষীর কোটরে বা

কুলায়ে আমার দর্শন পাইবে। কপোত বা কবুতরের বকবকমে, কাকাতুয়ার চীৎকারে, কাকের কা-কা ডাকে, শালিকের কিচিরমিচিরে, কুক্কুটের কক্কক্ রবে, পিক বা কোকিলের কুহুতানে, শুকশারিকার মুখে কৃষ্ণ-রাধিকার কথায়, চাতকের ফটিকজলে, চকোরের কৌমুদীপানে, বউকথাকও ও চোক গেল পাখীর বুলিতে আমিই মুখর। কুহু কেকা কূজন কাকল সকলই আমার কলরব। কাকে কোকিলে কোন কথা জানে না, কাকে কাণ লইয়া যায়, কাকের বাসায় কোকিলের ছা, কাকের মুখে কোকিলের রা—এসব আমারই চক্রে।

জীবলোকে আরও অনেক ক্ষেত্রে আমি আছি। পোকামাকড় কৃমিকীটেও আমার লক্ষ্য আছে। মশকমক্ষিকা তেলাপোকা কেঁচো কেন্নো কাঁকলাস মাকড়সা টিক্‌টিকি চামচিকে জোঁক উইপোকা বা বল্মীক পলুপোকা গুব্‌রে পোকা কাঠপিঁপড়ে কাণকোটারি উকুন নিকি ছারপোকা তাহার সাক্ষী। কুঁয়েসাপে আমি, কালান্তরের কেঁউটের কুলোপানা চক্রেও আমি। সাপের কামড় বা কাটি ঘা আমারই কাণ্ড। তক্ষক আমার অসীম ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মাকড় মারলে ধোকর হয়, আমারই কৌশলে।

জলচরের মধ্যে—কুমীর কাছিম কাঠুয়া কাঁকড়া শামুক ঝিনুক কড়ি শুশুক, এবং সাধুভাষায় কুম্ভীর বা নক্র, কচ্ছপ বা কূর্ম্ম, কর্কট বা কুলীরক, শম্বূক ও শিশুক, শুক্তি ও কপর্দ্দক, আমার কৃপাপাত্র। সিন্ধুঘোটকেও আমি চড়িয়া আছি। কৈ কুঁচে পাঁকাল কালবোস কাতলা ভেটকি প্রভৃতি মৎস্য আমার

নেকনজরে পড়িয়াছে। কুনো কোলা কট্‌কটে তিনরকম ভেকের মকমকেই আমার সাড়া পাইবে। কূপমণ্ডূকের আগেপিছে আমি খাড়া পাহারা দিই।

স্থলচরের মধ্যে, উল্লুক ভল্লুক আমার উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। মূষিক গন্ধমূষিক গন্ধগোকুলা হইতে বৃককরি-কেশরী কৃষ্ণসার রঙ্কুমৃগ মর্কট বা কপি পর্য্যন্ত আমার অধিকারভুক্ত। কেঁদো ও নেকড়ে বাঘে, খেঁকশিয়ালিতে, কুকুর-মেকুরে, ডালকুত্তায়, বকনা গরুতে, কৈলে বাছুরে, বকরা-বকরীতে আমি। আমারই কৃপায় কালো গরুর দুধ মিষ্ট। আমিই কাঠের বিড়ালকে দিয়া ইঁদুর ধরাই, ঘোটককে কদমে চালাই। মূষিককে ইঁদুর, নকুলকে নেউল, শূকরকে শূওর, শশককে খরগোস, শল্লকীকে শজারু, ঘোটককে ঘোড়া, শাবককে ছানা, বলিয়া কেন আমাকে ফাঁকী দাও? কুকুরকীর্ত্তনে বা খেঁকি কুকুরের কেঁউ কেঁউ ক্রন্দনে আমিই প্রকট হইয়াছি, কুকুরকুণ্ডলী আমিই পাকাইয়াছি, ধোপীকা কুত্তাকে না ঘরকা না ঘাটকা আমিই করিয়াছি। কুকের আড়গোড়ায়, বৈঠকখানার হাটে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। আবার রাক্ষসখোক্কস, ডাকিনী শাকিনী বা শাকচূর্ণী, কাণকাটা বা কাঁধকাটা, হোঁদলকুৎকুতে প্রভৃতি কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারও আমারই এলাকায়।

সমাজ ও সংসার

জাতিকুল-বিচারে আমার কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না। Clan, caste, creed, আমার কীর্ত্তি। ককেশিয়ান্ জাতির

প্রাধান্য আমারই প্রভাবে; মার্কিন্ বা ইয়াঙ্কিজাতির উন্নতির মূলেও আমি; কেল্ট্ গ্রীক্ শক তুরকী কূর্দ্দ্ ক্যাল্‌মক্ কপ্‌ট্ কাফ্রী প্রভৃতি জাতির মধ্যে আমাকে পাইবে। কোচ কোল কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যেও আমার গতিবিধি আছে।

বৈদিক ও কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতার নিদান আমি। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণও আমাছাড়া নহেন। আবার কুলীন ও কাপ, নৈকষ্য কুলীন ও কষ্টশ্রোত্রিয়, মৌলিক, কাশ্যপ-কাণ্ডারী, ত্রিকুলে, কেশরকুনী প্রভৃতি কুলের থাক্ ও কন্যাগত কুল আমিই করিয়াছি। আধুনিক কাঞ্চনকৌলীন্যেও আমি। কাশ্যপ গোত্রে ও উক্ত গোত্রের বংশ-প্রবর্ত্তক পুরুষ দক্ষে আমি ভরাভর করিয়াছি। বন্দ্যবংশীয় কুলীনদের চক্রবর্ত্তী ও মুখবংশীয় কুলীনদের ঠাকুর উপাধি আমার প্রদত্ত। কুলজ্ঞের কুলুজী বা কুলপঞ্জিকা ও ঘটককারিকা আমিই চালাইয়াছি, ঘটক-ঘট্‌কী আমিই লাগাইয়াছি, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট আনাগোনা আমিই করিয়াছি, 'ক'নে' আমিই দেখাইয়াছি— তা' কালিন্দী কালপেঁচা কালো কুৎসিতই হউক আর সাকারা সুন্দরী ডানাকাটা পরীই হউক। পাকা দেখা, যৌতুক, বরদক্ষিণা আমার ব্যবস্থা; কক্ষনে কন্যা, কন্যাশুল্ক ও শুক্রবিক্রয়, কুলে কালী দেওয়া, একঘরে করা, হুকা বন্ধ করা, আমারই কুকীর্ত্তি; বিবাহক্রিয়ার লক্ষ কথায় সমাপন আমারই নিরূপণ। নিকা তালাক তথা কোর্টশিপ্ কো-রেস্‌পণ্ডেণ্ট্ আমারই কেরামতে।

ক্ষত্রিয়ে আমি ক্ষেত্রীতে আমি, কায়স্থে আমি, নবশায়কে আমি, কামার কুমারে আমি, কাঁসারি সেকরা কুরি মালাকারে আমি,

কৈবর্ত্তে আমি, কলুতে আমি, কপালীতে আমি, কুম্মি কাহার কাওরায় আমি, কসাইএ পর্য্যন্ত আমি। বর্ণসঙ্করেও আমি বাদ যাই না। ধোপা নাপিত বেণে পুঁড়ো ময়রা শুঁড়ীকে রজক পরামাণিক বণিক্ পুণ্ডরীক মোদক শৌণ্ডিক বলিয়া ডাকিলে আমি পিছু পিছু ছুটিব। পাঠক নায়ক চক্রবর্ত্তী অধিকারী ঠাকুর কালী কুশিয়ারি পাকড়াশি কাঞ্জিলাল মাযচটক বকসী সরকার শিকদার চাকলাদার চাকী কর ঠাকুরতা পুরকাইত কানুনগোই প্রামাণিক লস্কর রক্ষিত মল্লিক বসাক প্রভৃতি রকমারি বংশোপাধিতে আমি স্থান করিয়া লইয়াছি।

সকুল্যে আমি, কুটুম্ব-সাক্ষাতে আমি, রকম রকম সম্পর্কে আমি। বাপকে জনক বলিয়া ডাকিলে আমার আমলে আসিতে হইবে। 'খোকার অমুক' বলিয়া কুলবধূর কথার ছলও আমার শিক্ষা। শ্যালক শ্যালিকা বৈবাহিক বৈবাহিকীতে, আদরের ডাক কাকা কাকীতে, ঠাকুরদাদা ঠাকরুণদিদিতে, ঠাকুমাতে, (শাশুড়ী) ঠাকরুণে, ঠাকুরপো ঠাকুরঝী ঠাকুরকন্যে ঠাকুরজামাইএ, বড়কুটুম্বে, সরকারী মামায়, আমি বিরাজ করিতেছি ; বৌকাঁটকী শাশুড়ীতে, কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুরেও আমার সাড়া পাইবে। বিপত্নীকে আমি, অপুত্রকে আমি, দত্তকে ভিক্ষাপুত্রে আমি, এমন কি আগন্তুকেও আমি।

কচিকাচা খোকাখুকী বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী লেড়্কা-লেড়্কী ছোক্‌রা-ছুক্‌রী সকলকেই লইয়া আমি ঘর করি। যুবকে আমি, কন্যাকালে আমি। ষোড়শী যুবতীরা আমার তোয়াক্কা রাখেন না, তাই আমি ক্রূর হইয়া কুড়ীতেই বুড়ী করিয়া দিই।

ডব্‌কা বয়সে আমি, আবার 'করধৃতকম্পিত-শোভিতদণ্ড' বার্দ্ধক্যেও আমি। যাহার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, সেও আমার এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এত কথায় কায কি, কুপোকাৎ হওয়ায়, অক্কা পাওয়ায়, শিঙ্গা ফোঁকায়, কবর হওয়ায়, বা সাধুভাষায় দেহরক্ষা পরলোক-প্রাপ্তিতেও আমাকে আটকাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির অ-সাক্ষাতে তাহাকে চিঠি লেখায়, রোকায়, চিরকুটে, Correspondenceএ, সেবক, আশীর্ব্বাদক, আজ্ঞাকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণবর, মদেকসদয়, স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা, শ্রীচরণকমলেষু প্রভৃতি রকম রকম পাঠে, C/o দিয়া ঠিকানায়, সাকিম বা মোকামে, ডাকঘরে, টিকিট পোষ্ট্‌কার্ডে, প্যাকেটে, বুক্‌পোষ্টে, কুপনে, টেলিগ্র্যাফিক্‌ মনিঅর্ডারে, আমায় পাইবে। আমারই চক্রান্তে মনিঅর্ডারের রসীদে কালীর স্বাক্ষর ভিন্ন গ্রাহ্য হয় না।

শরীর ও সাজসজ্জা

লোকের কলেবরে কত স্থলে কত ভাবে আমি বিরাজ করি। মস্তকে চিবুকে, কপালে কপোলে, স্কন্ধে কণ্ঠে, কফোনিতে, কটিতে কুক্ষিতে, কক্ষে বক্ষে, কোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, অনামিকায় কনিষ্ঠায়, অঙ্কে বা ক্রোড়ে বা চলিত কথায়, কোলে কাঁধে বুকে কাঁকে কোঁকে কনুইএ কলিজায় আমি। মস্তিষ্কে আমি, অন্তঃকরণে আমি, রক্তে আমি, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ত্বকে আমি; জিহ্বায় প্রত্যক্ষভাবে না থাকিয়াও পরোক্ষভাবে কটুতিক্তকষায়-স্বাদ আমিই পাওয়াই।

আবার অধিক অম্ল বা মিষ্ট খাইলে মুখ টকিয়া যায়, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া কাঠ হয়, সেও আমারই ফাঁকী। নাকে সোঁক আমারই কৃপায়। শুক-নাসিকায়, টিকল নাকে, আমিই খাড়া হইয়া আছি। হাতকে কর বলিয়া, চুলকে কেশ বলিয়া, গাকে কায় বা কলেবর বলিয়া, আমার ও সাধুভাষার মান রাখ না কেন?

'যেনাঙ্গেনাঙ্গিনো বিকারঃ' সেখানেও আমাকে পাইবে। কাণা কালা কুঁজো কুঠে মাকুন্দ কটাচোখো বা বিড়ালাক্ষী আমার সাক্ষী! মূকও আমার গুণ গায়! কোঁকড়ান বা কুঞ্চিত কেশকলাপে আমার কেমন বাহার খুলিয়াছে দেখ দেখি! আক্কেলদাঁতে, ফোকলাদাঁতে, কিণাঙ্ক বা কড়াপড়ায় আমি, কচড়া কালশিরেয় আমি, ফোস্কা নোকসা ফুসকুড়ি চুলকানিতে আমি, পাঁকুইএ আমি। কৃশ ক্ষীণ ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শুষ্ককায়ে আমি, প্রকাণ্ড কলেবরেও আমি; শুক্ল কেশে বা পাকা চুলে আমি, আবার কাঁচা চুলেও আমি। টাক পড়িলেও আমার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। করতালিতে আমি, যুক্তকরে আমি, মুচকি হাসিতে আমি, ফিক করিয়া হাসিতে আমি, আবার কষ্টহাসি কাষ্ঠহাসিতেও আমি।

আমিই কুসুমকোমলা কুলকামিনীর বঙ্কিম কটাক্ষে কালকূট ঢালাই (কবির কথা কি অলীক?), ভিজা চুল কুল্লাইয়া শুকাই, চুল বাঁধিতে পাতা কাটাই, দক্ষিণা হাওয়ায় অলক নাচাই, চিকুর-কুন্তলে কুন্তলীন কুন্তলবৃষ্য অলোকা কেশরঞ্জন জবাকুসুম লক্ষ্মীবিলাস ম্যাকাসার্ ক্যান্থারাইডিন্ রিফাইন্ড্ ক্যাষ্টর্ অয়েল্ মাখাই, কবরীতে কুসুম পরাই, কাঁকে কলসী দোলাই, নাকে মুক্তার নোলক ঝোলাই,

চোখে কাজল ও চরণকমলে অলক্তকরাগ লাগাই, মস্তকে মুকুট বা ক্রাউন্, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে কণ্ঠী, করকিশলয়ে কঙ্কণ, কটিতটে কাঞ্চী ও শ্রীপদকোকনদে কিঙ্কিণী চড়াই। ইহা ছাড়া কাঁটা কাণ-বালা ঝুমকো মাকড়ী, চিক কণ্ঠমালা নেক্‌লেস কেবল-হার, ধুক্‌ধুকি তক্তি, কড় বাঁক কাঁঠিপয়লা মুড়কীমাদুলী নারকেলফুল, বাঁক-মল চুটকী, এ সকল অলঙ্কার বানাইতে ও 'সেকরা ডেকে মোহর কেটে' বালকবালিকার কোমরপাটা গড়াইতেও আমি। কেমিক্যাল্ ইলেক্ট্রোর অলঙ্কারের দোকানেও আমি।

নারীর জ্যাকেট্ পেটিকোটে, ক্রেপের কাপড়ে, কাঁচলিকষণে, বোরকা ও কাপড়ের কানাতে (বা চিক ঝুলাইয়া) আবরুরক্ষায়, আমি। ঢাকাই চন্দ্রকোণা কল্‌মে প্রভৃতি রকম রকম কাপড়ে আমি, কস্তা কালা কল্কা কুঞ্জদার কাশী কুঁচ কোকিল কার্ণিশ্ প্রভৃতি চটকদার পাইড়েও আমি। ক্ষৌমবস্ত্র, চীনাংশুক, কিংখাব (চুমকীবসান), মটকা, কেঠে, কোরা, কাশীর সিল্ক্, সবই আমার টানাপড়েন। পুরুষের কাঁচি ধুতিতে, কোরা কাপড়ে, কোঁচান কাপড়ে, কাঁধকাটা কাপড়ে, কাছা-কোঁচা দেওয়ায়, মালকোঁচায়, কাচা-পরায় আমি। কলহরতা কামিনীর গাছ-কোমর বাঁধায়ও আমি। পুরুষের কাটা পোষাকে—থাঁকীর অথবা লংক্লথের কামিজ মায় ডক্ বা কেম্‌ব্রিকের কফ, কোট্ ওয়েষ্ট্‌কোট্ ম্যাকিন্‌টশ্, ক্যাপ্ কেপ্ কলার্ নেক্‌টাই, পকেট্, কম্ফর্টার্, সক্ (Sock), ষ্টকিং, অথবা সেকেলে কাবা আচকান চাপকান, সকলই আমি সরবরাহ করি। ছাটকাট, জোঁকা দেওয়া, জাঁকোরে

পোষাক কৈনা, সবই আমার কৌশলে। বালকবালিকার ফ্রক্ নিকার্‌বকারে তো আমি আছিই, আবার পিনাফোর্‌কে পেনিফ্রক্ করিয়া দলে টানিয়াছি। ক্রোম্‌লেদার্ বা বক্‌স্কিন্ (buckskin) বা ক্যাম্বিসের পাদুকায়, কে এম্ দাসের চম্মচটিকায় (!), আমি পড়িয়া আছি। ক্রীম্ কব্রা ব্ল্যাকিং ব্ল্যাঙ্কো ব্রঙ্কোয় আমি চিক্‌চিক্ করি। কুঙ্কুম-কস্তুরীর আদর আমার প্রাসাদাৎ। বাবুসজ্জায় আমিই ম্যাকেভের বা কুর্‌ভাইসারের ঘটিকার সঙ্গে টেঁকে বা পকেটে ঢুকিয়াছি, (হালে কব্জীতে উঠিয়াছি), আমিই চেনে লকেট্ হইয়া ঝুলিয়াছি, আমিই সিল্কের রুমালে ওডিকলোন কাশ্মীর বোকে মাথাইয়াছি, আমিই চতুর্থ পক্ষের বালিকা বধূর (তিনকাল গিয়া এককাল থাকা) কর্ত্তার পাকা চুলে কলপ লাগাইয়াছি।) (এক গালে চূণ আর এক গালে কালী লাগাইলেই ঠিক হইত!)

ঘরকরনা

এইবার ঘরকরনার কথা পাড়িব। কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, চক, কোঠা, মাটকোঠা, কুঠুরী, খাসকামরা, কামরা, কাশ্মীরী বারাণ্ডা, রোয়াক, বৈঠকখানা, কম্‌পাউণ্ড্, ডাকবাংলা সব আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। অট্টালিকা ও কুটীরে আমি ভেদ করি না। আমি ইটটালিতে নাই কিন্তু পাটকেলে আছি, চূণে নাই কিন্তু সুরকিতে আছি; কাদা বা পাঁক দিয়া কাঁচা গাঁথুনি, সুরকি দিয়া পাকা গাঁথুনি, মেকি, রেক্তার গাঁথুনি, কন্‌ক্রীট্, চূণকাম, কলির্ফিরান, সবই আমাকর্ত্তৃক।

আবার কঞ্চী কাবারী ব্যাকারী দিয়া কুটীর প্রস্তুত করা, মটকা মারা, আমারই কায। আমি ঘরের গবাক্ষে ঝরকায়, ফাঁকে ফোকরে, সারকুড় আঁস্তাকুড়ে, কোণেকাণাচে, খিড়কিতে ফটকে, উকিঝুকি মারি, কড়িকাঠে বা কপাটে চৌকাঠে ঠেকি, শিকল শিকা তাক কুলুঙ্গি ব্র্যাকেট্ স্ক্রীন্ কার্ণিশ্ হইতে ঝুলি, ক্লক্ঘড়ীতে টক্টক্ ও টেঁকঘড়ীতে টিক্ টিক্ করি, শিক হুঁড়কো হুক্ পেরেক স্ক্রুপ্ লাগাই, আবার আমিই প'ড়োবাড়ী ঠেকো বা ঠেকনো দিয়া রাখি। আমি চৌকী কৌচ-কেদারায় বসি, পালঙ্ক (পল্যঙ্ক) বা (কেওরাকাঠের) তক্তাপোষে বা (কেম্বিসে ঢাকা) ক্যাম্পখাটিয়ায় শুই, টিকিংএর তাকিয়ায় ঠেস দিই, কম্বল তোসোক কার্পেট বিছাই, খোকাখুকির নেকরাকানি কাঁথা ধুকুড়ী গোছাই।

গৃহস্থালীর বাক্স ডেক্স ট্রাঙ্ক র‍্যাক ওক্কাঠের বুক-কেস্ মশক মটকি ক্যানেস্তারা কড়া কেট্লী কাপ্ চাকী চাকতী, রেকাবী কিরিচ কাঁসী চুমকীঘটী, কুঁজো কলসী হাঁড়ীকুঁড়ী কেঁড়ে, কুনকে রেক কাঠা কৌটা কটোরা বারকোষ, কাঁচকড়ার জিনিশ, কাচের ফুকো-শিশি ফ্ল্যাস্ক্ কার্ব্বা, কর্ক্, কাণখুসকী কাঁকুই কুলুপ কুঁজী-কাঠী (চাবী), কাজললতা পিকদানি কেরসিনের কূপী ; কাঠ কোককয়লা কুচুলি করাতগুঁড়া ; ঢেঁকি কুলো, টোকা, কোদাল কুড়ুল কাস্তে কাটারী চাকু, পরামাণিকের ক্ষুরকাঁচী, কামারের উকো ও করাত, এ সকলই আমার হেফাজতে আছে। কূপ ও পুষ্করিণী কাটান, মাকু টেকো কাপাস চরকা লইয়া কাট্না কাটা, কুটনো কোটা, কাপড় কাচা, কাপড় কোঁচান, চাল কাঁড়ান, কাঠ কুড়ান, সকল কাযেই

আমি। আমি না থাকিলে শুধু মধুতে চাক বাঁধিত না, শুধু বেলুনে চাকতীর অভাব ঘুচিত না, বিনা চক্রে গাড়ী চলিত না, বিনা ফোকরে কড়িকাঠ ঝুলিত না।

আমি রৌপ্য রজতে নাই কনক কাঞ্চনে আছি, তামা লোহা দস্তায় নাই সীসকে আছি, পিতলে নাই কাঁসায় আছি, জার্ম্মান্ সিল্‌ভার্ এলুমিনিয়ম্ ও রূপদস্তায় নাই, কালাই-করা বাসনে আছি। আমি সর্ষপতৈল তিল তৈল ফুলাল তৈল রেড়ীর তৈলে নাই, ক্যাষ্টর্ অয়েল্ কেরসিন নারিকেল তৈলে আছি, সলিতায় পলিতায় নাই বর্ত্তিকায় আছি, গ্যাসের আলোয় নাই কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক্ ও কার্ব্বাইডের আলোকে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছি।

আমি ঘোড়ার জিনলাগামে নাই কিন্তু রেকাবে আছি, ডুলি-খাটুলিতে নাই কিন্তু পাল্কী বা শিবিকায় আছি, রথে নাই কিন্তু কর্ণীরথে আছি, যানে নাই কিন্তু শকটে আছি, গাড়ীর ভিতরে নাই কিন্তু চাকায় ও কোচ্‌বাক্সে আছি, জাহাজ-ষ্টীমারে নাই কিন্তু ক্রুজারে ডেকে ক্যাবিনে কাছিতে আছি, রেলগাড়ীতে নাই কিন্তু যে কোনও কেলাসের কামরায়, লোকোমোটিভ্ এঞ্জিনে ও ব্রেক্‌ভ্যানে আছি, বেঞ্চে নাই কিন্তু বক্সে আছি, লগেজে নাই কিন্তু বোঁচকায় আছি, বোটে নাই কিন্তু নৌকায় আছি, ব্রিজ্‌পুল পণ্টুন্ টনেলে নাই কিন্তু সাঁকোয় ক্যানালে লকে ডকে আছি, উটের গাড়ীতে গরুর গাড়ীতে নাই কিন্তু একা ঝট্‌কা ঠিকা কেরাঞ্চী ভিক্টোরিয়া কম্‌পাস্-গাড়ী রিক্‌স ট্র্যামকার মোটর-কার ট্যাক্সিক্যাবে সাইক্লে আছি, এক কথায়, সোজা পথে নাই কিন্তু বাঁকাপথে আছি। রেল কোম্পানীর

কলের গাড়ীতে ডাক গাড়ীতে বিশেষ করিয়া কর্ড্ লাইনে "গ্র্যাণ্ড্ কর্ড্ লাইনে, বা কিউল মোকামা দিয়া আমার সর্ব্বদাই গতিবিধি। যে কেলাসেই যাও, টিকিট কাটিবার সময় আমার কাছে তোমাদের টিকিটি বাঁধা আছে। উইক্ এণ্ড্ ও কন্‌সেশান্ টিকিটে আমার প্রসন্নমূর্ত্তি, টিকিট্‌চেকে আমার প্রকটমূর্ত্তি, আর হট্ একসল্ (hot axle) ও কোলিশ্যানে আমার বিকটমূর্ত্তি। কোষ্ট্-ক্যানাল্ লাইন্ আমারই কীর্ত্তি। আমি আছি বলিয়াই নাবিক বা কাপ্তেন কমপাসের কাঁটায় চক্ষুঃ রাখিয়া মাঝদরিয়ায় কূল-কিনারা পায়।

কলা ও কৌতুক

কলায়, কারুকার্য্যে, কারিগরে ও তাহার উপকরণে, ভাস্কর্য্যে, তক্ষণে, চিত্র-কার্য্যে, তূলিকায়, তৌর্য্যত্রিকে, আমার অনুরাগ বিলক্ষণ। নাচা-কোঁদায়, ঘূরপাক দেওয়ায়, আমি খুব রাজী। আবার নাচতে না জানলে আমিই উঠান বাঁকা বলিয়া সারিয়া লই। গায়ক-নর্ত্তক-বাদকে, কালোয়াতে, সাকরেদে, কেয়াবাতে, "ঘন ঘন করতালিতে, আঁকোর (encore) ক্যাপিট্যালে, কায়দা করতবে, গমকে, গিটকিরিতে, তুকায়, গানের কলিতে, কবিগানে, কীর্ত্তনে, মধুকানে, কলের গানে, বেকা রেকর্ডে, ডেকা ফোনে, আমি মসগুল হইয়া আছি। একতালা, কাওয়ালি, ঠেকা, আড়াঠেকা, চৌতাল, ফাঁকতাল প্রভৃতি তালে ও কাফি কানাড়া কালনেংড়া কেদারা ইমন-কল্যাণ দীপক প্রভৃতি রাগরাগিণীতে আমি মূর্ত্তিমান্।

কর্কশকণ্ঠেও আমি, কিন্নরকণ্ঠেও আমি। কড়িতেও আমি, কোমলেও আমি। ডঙ্কায়, টিকারা-কাড়ায়, ঢাকে ঢোলকে, ঢাকের কাঠীতে, ঢোলের কুড়ুতাকে, কাঁসী কাঁসর করতালে, রোশনচৌকীতে, একতারায়, এবং একডিয়ন্ পিক্‌লু ক্ল্যারিওনেট্ প্রভৃতির কনসার্টে আমিই পাড়া মাৎ করি।

ক্রীড়াকৌতুকে আমার অপার আনন্দ। সার্কাস্ ক্লাউনে আমি, কলম্বিয়া স্কেটিংরিঙ্কে আমি, পল্‌কানাচে আমি। কুস্তির কায়দাকানুনে আমি, শীকারের তাক বা লক্ষ্যে আমি, ক্রোকে (Croquet) ক্রিকেট্ কপাটিতে হকিষ্টিকে আমি, অক্ষক্রীড়া কন্দুক-ক্রীড়ায় আমি, ক্যারম্ খেলা কড়িখেলায় আমি, পুত্তলিকা-ক্রীড়নকে আমি। আবার কাণামাছি সিঁদুরটোকাটুকী নবীনতুরকী লুকোচুরী অষ্টাকষ্টি ইকড়িমিকড়ি ইস্‌কিমিস্‌কি প্রভৃতি ছেলেখেলায়ও আমি। পাশা-খেলায় পাকা ঘুটি আমিই কাঁচাই, কচে বারো দান আমিই ফেলাই। দাবাখেলায় ছকে আমি, রোক্কায় আমি, নৌকায় আমি, কিস্তিতে আমি, কিস্তিমাতে আমি, অশ্বচক্রে আমি।' গ্র্যাবুখেলায় ইস্তক ইস্তকক্কাবার ইস্কাবন টেক্কা ছক্কায় আমি, প্রেমারার কাতুরে আমি।

ভক্ষণ ও পান

এইবার ভক্ষ্যভোজ্যের কথায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' ক্ষুধায় আমি, ভক্ষণে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে আমি, পাকসাকে আমি, পাকপ্রণালীতে আমি, পরিপাকে আমি, চুমুকে আমি, কুলকুচোয়

আমি, খড়কেকাঠী লওয়ায় আমি, সুপকার হালুইকর বামুনঠাকুর ঠিকাবামুন (বাঁকুড়াবাসী উৎকল কনোজ) পরিবেষণকারী আমার হাত-ধরা, ইংরেজী (cook) কুক্ তো আমারই হাতে গড়া। কাঁটা-চামচে ধরিলেও আমি হাতে লাগিয়া থাকিব। মলকাস্ হইতে মশলা আমদানী করিতে আমি মজবুত। মল্লিকের ইক্‌মিক্ কুকারে আমার জয়-জয়কার। আকা বা চোকায়, ছ্যাক্‌কলকলে, কচ কচ করিয়া বা কড়মড় করিয়া অথবা কোঁৎ কোঁৎ করিয়া কুঁচকি-কণ্ঠা Cargo বোঝাই করায় ও তাহার ফলে হেঁচকি কাসী উৎকাসী ঢেকুর চোঁয়া-ঢেকুর উঠায়, দু'এক ঝলক অম্বল উদ্গারে, ওয়াক করিয়া ন্যাকারে, কাঠবমিতে আমাকেই পাইবে। নিজের রান্না কেবল ঠাকুর ও কুকুরের ছাড়া আর সকলের কদর্য্য লাগে, সে আমারই চক্রান্তে! মুণ্কে রঘু ও আধমুণে কৈলাস আমারই কল্যাণে কীর্ত্তিমান্।

আমি চর্চ্চরী সস্‌সরী ছ্যাঁচড়া ঘণ্ট ডালনা ডাল ভাজা ভাতে-পোড়ায় ঝালে ঝোলে নাই বলিয়া শঙ্কিত হইও না, শাকসুক্তায় (বিশেষ করিয়া কন্‌কার শাক কলমীর শাক কচুর শাক ঢেঁকের শাকে), কাঁচকলা কচু কদু কুমড়া কাঁকুড় কাঁকরোল করোলা ইত্যাদি রকমারী তরকারীতে, ধোঁকার ঝালে, কলাইএর ডালে ও টকে রহিয়াছি। আবার আমি লুচি পুরী রুটী পরোটা শিঙ্গারা পাঁপরে নাই বলিয়া কষ্টবোধ করিও না, ছকা শাকভাজা এবং কচুরী নিমকীতে রহিয়াছি। আমি চাটনী-আচারে নাই বলিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইও না, নুনকুল কাসুন্দীতে আছি। আমি চাউলে নাই কুঁড়োয়

আছি, ,ময়দায় নাই চোকোলে আছি, ধ'নে-সর্ষে-হলুদে নাই, লঙ্কা-কালাজিরেয় আছি। চন্দ্রকোণার মটকীর ঘী আমারই জন্য উৎকৃষ্ট। কুটকড়াই-মুড়কী ও মকাইএর বা কনকচূর ধানের খই, আমারই যোগাড়ে প্রস্তুত হয়। টাট্‌কা চা'ল-কড়াই-ভাজা ও পকোড়ী-ভাজা আমারই কল্যাণে কুড়মুড় করিয়া খাও। আবার ক্ষুধার চোটে কাঁজী ও কড়কড়া ভাতও পড়িতে পায় না। পরিপাকের জন্য ঘোলকে তক্র বলিয়া অমৃতজ্ঞানে পান কর। শুকো দই বা টাট্‌কা ক্ষীর কলা শর্করা কাঁচাগোল্লা দিয়া মাখিয়া চিপিটক-ভক্ষণ এককালে কতই তৃপ্তিকর ছিল। পক্ষান্তরে সাহেবী ধরণে বিস্কুট্ কেক্ চকোলেট্ কম্‌ফিট্‌স্‌ও সুযোগ পাইলে আমার ফাঁক যায় না। ফুলকপি কড়াইসুটী কাতলার মুড়ো দিয়া ক্রালিয়া, বাঁধাকপি দিয়া ভেট্‌কি, কাবাব শিককাবাব কোর্ম্মা কোপ্তা কারি কাট্‌লেট্ এসবই আমি সরবরাহ করি। আর নিষিদ্ধ কুক্কুটমাংস ও টার্কি লুকাইয়া 'বোক্ষণ' করিতে আমারই সংস্পর্শে সুমিষ্ট লাগে।

স্বকর্ম্মজ্ঞ বিদূষক বা ঔদরিক ব্রাহ্মণের চিরপ্রিয় মিষ্টান্নের কথা যদি তোল, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, সেকেলে মানকীরের কদমা, কাটাফেনি, তিলকুটো, কট্‌কটে বা পক্কান্ন, লড্ডুক মোদক পিষ্টক, আস্‌কেপিঠে গোকুলপিঠে, সরুচিকুলি, কাঁওনের পায়েস হইতে দুধকমলা, ঢাকার পাতক্ষীর, যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন, ক্ষীরখণ্ড ক্ষীরেলা, কাঁচাগোল্লা অবাক্‌সন্দেশ লেডিকেনি রসকদম্ব কালজাম কলেচাপা আইস্‌ক্রিম্ বা কুল্‌পিবরফ পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার অরুচি নাই। অভাবে মিছরির কুঁদো, মিছরির সিরকাতেও আপত্তি নাই।

আহারের পূর্ব্বে কাফি কোকো পিকো-টীর সহিত কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক্ ক্রীম্ প্রভৃতি অনুপান, আহারান্তে কর্পূরবাসিত বা ক্যাওরার জলপান ও পাণের সরঞ্জাম কলিচুণ কেয়াখয়ের কাবাবচিনি কর্পূর গুবাক প্রভৃতি কখনই অগ্রাহ্য নহে। পানের পিক ফেলিতেও আমি কম ওস্তাদ নহি।

মুখশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের ব্যবস্থাও আমার আছে। (Tobacco) মিঠাকড়া তামাক্, গুড়ুক, কলিহুকা, হুকাকলিকা, বৈঠক সটকা, টীকে কয়লা, ঠিকরে ছিচকে, চক্‌মকি, দীপশলাকা বা দীয়াশলাইএর কাঠি—সবই আমার যোগাড় আছে। কাঁচিমার্কা বা থ্রী কাস্‌ল্ সিগারেটে ও কড়া চুরুটেও আপত্তি নাই। আবশ্যক হইলে ট্যাকুবা নস্য শুকা দোক্তা কিমাম গঞ্জিকা কালাচাঁদ কোকেন ও হুইস্কি এক্কা এমন কি, কান্‌ট্রি ওয়াইন্ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কিমধিকমিতি!

(নিষ্ক্রান্ত)

অনুপ্রাস

একাধারে ভাষাতত্ত্ব ও রসরচনা। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চারিবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর মনোরম চিত্রসমেত।

প্রবাসী, মানসী, ভারতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

"এ সংগ্রহ কেবলমাত্র শব্দের তালিকা নয়; ললিতবাবু বিচিত্র শব্দকে সংলগ্ন ভাবের মালায় গাঁথিয়া রসিকতায় সরস করিয়া তুলিয়াছেন।......"এই পুস্তকে এত খাঁটি বাংলা শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে যে কোষকার, ব্যাকরণকার, ভাষার অন্তর্নিহিত ধাঁচার অনুসন্ধান-কর্ত্তা ইহার মধ্যে অনেক মশলা পাইবেন।"—প্রবাসী

বাণান-সমস্যা

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একটি হীরার টুকরা। আমরা প্রত্যেক সাহিত্যসেবী, লেখক, সম্পাদক, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকদিগকে ইহা একবার মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—নব্যভারত

"বাংলা শব্দের বানান লিখিতে সচরাচর কি কি ভুল হয় এবং লেখকের মতে কি প্রণালীতে লেখা উচিত তাহা এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে চিন্তার খোরাক পুঞ্জিত হইয়া আছে। সাহিত্যিক-মাত্রেরই ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ ও বিচার করিয়া দেখা উচিত।"—প্রবাসী

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

বাঙ্গালা রচনায় বিশুদ্ধি-শিক্ষার জন্য এরূপ পুস্তক আর নাই। অতি সরস ভাষায় ব্যাকরণের শুষ্কতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে আংশিক ভাবে পঠিত এবং বহু মনীষী ও সাময়িক-পত্র কর্তৃক প্রশংসিত।

পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত—"আপনি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাদ্বারা উহার নাড়ী-নক্ষত্র খুঁড়িয়া এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। নীরস ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিষয়ে সরসভাবে নির্দ্দেশ ও বিন্যাসে আপনি সিদ্ধহস্ত।"

প্রবাসী—"ইহা আমাদের নিকট ত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হইল না। বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাহৃত হইয়াছে।"

সমন্বয়—"এমন কঠিন বিষয় রচনাগুণে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে, যেন কবিতা, যেন উপন্যাস। বইখানি ছোট হইলে কি হয়,—হীরাও ছোট—কিন্তু দাম কত!"

মানসী—"লেখকের স্বাভাবিক রসিকতা ব্যাকরণের নীরস সূত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ভারতী—"এই দুঃসময়ে, অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন।"